জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকার একটি উপযুক্ত সংকলন

তালীমুল জিহাদ

মাওলানা মাসউদ আযহার

জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকার একটি উপযুক্ত সংকলন

তালীমুল জিহাদ

১

মূল
মাওলানা মাসঊদ আযহার

অনুবাদ, সংযোজন ও সম্পাদনা
মোল্লা মেহেরবান
গ্রন্থকার, গবেষক ও আইনবিদ

দারুল উলূম লাইব্রেরী

তালীমুল জিহাদ

মাওলানা মাসউদ আযহার

অনুবাদ, সংযোজন ও সম্পাদনা
মোল্লা মেহেরবান
গ্রন্থকার, গবেষক ও আইনবিদ

প্রকাশক
শহীদুল ইসলাম
দারুল উলূম লাইব্রেরী
বিশাল বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭২-৫০৭৭৭৮

প্রথম প্রকাশ ঃ
ফেব্রুয়ারী-২০০৫ ঈসায়ী

মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র।

TALIMUL ZIHAD : Writen by Mawlana Masud Azhar. Translated by Molla Meherban. Published by Darul Ulum Library, 37, North Brook Hall Road, Bishal Book Complex, Banglabazar. Dhaka-1100 Mobile : 0172-507877

PRICE : TAKA SIXTY ONLY

ISBN : 984-8409-01-7

প্রকাশকের কিছু কথা

জিহাদ নামের ইসলামী বিধানটি আজকের বিশ্বে বেশ আলোচিত। অনেকের এ সম্পর্কে জানা না থাকার দরুণ এর প্রতি তারা বীতশ্রদ্ধ কিংবা এ ব্যাপারে ভীত।

এই বীতশ্রদ্ধ কিংবা ভীত কোনটাই হতে হতো না যদি জিহাদের প্রকৃত রূপ আমাদের জানা থাকতো। তাই আজ খুব বেশী প্রয়োজন জিহাদের প্রকৃতরূপ মানুষের সামনে তুলে ধরা। গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটি করতে এগিয়ে এসেছেন মাওলানা মুফতী মাসউদ আযহার দামাত বারাকাতুহুম। কিশোর তরুণদের জন্য লিখেছেন 'তালীমুল জিহাদ' নামক বক্ষমান পুস্তকটি। বাংলায় এর ভাষান্তর করেছেন রুচিশীল গ্রন্থকার, গবেষক ও আইনবিদ মোল্লা মেহেরবান। প্রকাশনার তাওফীক দিয়েছেন আল্লাহ্ আমাদেরকে- আলহামদুলিল্লাহ্।

মুদ্রণ প্রমাদ নামের অশরীরী রাক্ষসটি অনেক সুন্দর সুন্দর বিষয় বস্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভক্ষণ করে তাকে করে ফেলে শ্রীহীন। সেজন্য মনে হয়না আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তবে এ ধরনের নির্মম কোন ঘটনা আপনাদের নজরে পড়লে আমাদেরকে জানাবেন, আমরা জানামাত্র লাঠি-সোটা, বল্লম-ট্যাটা নিয়ে এগিয়ে আসবো- ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ।

প্রকাশক

আল-ইনতিসাব

আমার বড় আপার

আমলনামায়

যে এখনো দু'আ করে

এবং আশা করে

আমি যেন

বড় হই।

— মোল্লা মেহেরবান

শুরুর কথা

জিহাদ ইসলামের একটি মহান ইবাদত। এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নবীয়ে আখিরুয্যামান (সা.) বলেছেন, কিয়ামাত পর্যন্ত এই জিহাদ জারি থাকবে। তিনি আরো বলেছেন, যখন তোমরা জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা চাপিয়ে দিবেন; যতোক্ষণ না তোমরা দ্বীনের দিকে তথা জিহাদের দিকে ফিরে আসবে।

কুরআনে কারীমেও অসংখ্য আয়াতে বিভিন্ন জিহাদের ঘটনা ও হুকুম-আহকাম সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের এই মুবারক ইবাদত থেকে আমরা আজ অনেক দূরে সরে গেছি। আবার কেউ কেউ পতিত হয়েছি পাশ্চাত্যের ইয়াহুদ-নাসারা ও প্রাচ্যের ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অপপ্রচারের ধুম্র জালে। এই শ্রেণীর অনেকেই সত্যি সত্যিই জিহাদকে মনে করছেন, সন্ত্রাস কিংবা বাড়াবাড়ি। — নাউজুবিল্লাহ।

এই অবস্থাতে অবিশ্বাসীদের কাছে তো বটেই, মুসলিম নামের সুবিধাভোগী কিছু নাস্তিক-মুরতাদ ও তাদের দোসরদের কাছে তা'লীমুল জিহাদ তথা জিহাদের সহীহ তরীকা ও প্রকৃতরূপ তুলে ধরাটা নির্ঘাত অমার্জনীয় অপরাধ হবে। হোক অপরাধ, আমরা তো এটাকে ইবাদত মনে করেই করছি। এর প্রতিদানও তো শুধু রব্বে কায়িনাতই দিবেন। সেদিন কিন্তু অপরাধ (?) জ্ঞানকারী এই জ্ঞানপাপীদেরকে আপনি পরস্পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখবেন, তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তাই ওদের তালিকায় অপরাধী হওয়ায় চিন্তিত নই আদৌ।

পাঠক-পাঠিকা! আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই; দু'আও চাই। নিজের অযোগ্যতা, অপারগতা ও গুনাহের স্তূপের উচ্চতার দিকে তাকাতে গেলে মাথা থেকে টুপি পড়ে যায়। তাই সকল ভুল-ভ্রান্তি মাফ করবেন। আর মহামহীম আল্লাহ্ যেন নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেন, সেই দু'আও করবেন— অনুরোধ রইলো। ধন্যবাদ।

রমযানের প্রথম রাত
১৪২৫ হিজরী

দু'আর মুহতায —
মোল্লা মেহেরবান

পেশ কালাম

যে মুসলমান পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে মানেন, তার জন্য জিহাদ বুঝা ও তা মেনে নেয়া জরুরী। কেননা জিহাদ এমন একটি ফরয ইবাদত, যার ব্যাপারে উম্মাহর সকল আইনবিদের রায় হলো—জিহাদ নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের মতোই ফরয। এর অস্বীকারকারী কাফির এবং এ ব্যাপারে বাক-বিতণ্ডাকারী গোমরাহ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমানরা কীভাবে জিহাদ শিখবেন ? কোথায় শিখবেন ?

দুঃখজনক হলো, এ ব্যাপারে জাতি নিতান্ত গাফলতির মধ্যে নিপতিত। আর জিহাদের কথা উঠলেই কিছুক্ষণের মধ্যেই এর প্রকার তৈরী করে ফেলা হয়। এ জন্য ফরয জিহাদকে বুঝানো অসম্ভব না হলেও প্রচণ্ড কঠিন হয়ে পড়েছে। এক শ্রেণী এটা জিহাদ, ওটা জিহাদ, সেটাও জিহাদ বলে নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র জিহাদ সমূহকে ভুলিয়ে দিয়ে উম্মাতে মুসলিমার অপূরণীয় ক্ষতি করে চলেছেন।

এই জুলুমের পরিণতি এই হয়েছে যে, আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গকারীর সংখ্যা একদম নগণ্য হয়ে পড়েছে। মনে রাখবেন, জিহাদের প্রকৃত অর্থের অস্বীকার করা কুরআনকে অস্বীকার করারই নামান্তর। আর এই অস্বীকৃতি আমাদের ঈমানকে অসম্পূর্ণ এবং অগ্রহণযোগ্য করে তুলবে। সাথে সাথে এই মানসিকতা গোটা মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বকে করে তুলবে নিরাপত্তাহীন।

তা'লীমুল জিহাদ নামক বক্ষমান পুস্তকটি মুসলমানদের জিহাদের হাকীকত বুঝার দাওয়াত মাত্র। যেন এর দ্বারা মুসলমানরা জিহাদের বাস্তবতা বুঝতে পারে, নিজেদের ঈমানকে এর দ্বারা করতে পারে সতেজ এবং প্রয়োজনে আল্লাহর রাহে নিজের প্রিয় প্রাণটুকু নজরানা স্বরূপ পেশ করতে পারে।

পুস্তকটি অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে লেখা হয়েছিলো। তারপরও মুসলিম ভাই-বোনেরা একে পছন্দ করেন। তাদের সীমাহীন চাহিদার দরুণ অল্পদিনের মধ্যেই কয়েকবার ছাপাতে হয়। কিন্তু আমরা বইটির সম্পাদনা ও সূত্র উদ্ধৃতির প্রয়োজন বোধ করছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা মুফতী ইহসানুল্লাহ হাজারীকে জাযায়ে খাইর দান করুন, তিনি অনেক মেহনত করে সূত্র সমূহ সংযোজন করেছেন। এরপর বান্দাহও কিছু কিছু স্থানে সংযোজন-বিয়োজন করেছে। এখন আগের তুলনায় বইটি আরো সুন্দর হবে বলে আমরা মনে করি। পরিশেষে সুধী পাঠক-পাঠিকার কাছে নিবেদন রইলো, সকল মুজাহিদীনের জন্য দু'আ করবেন। আর এই অধমের প্রতিও দু'আ প্রদানের অনুগ্রহটি করবেন।

বিনীত —

১ জানুয়ারী-২০০৩ ঈসায়ী

মাসউদ আযহার
করাচী

সূচীপত্র

শিরোনাম | **প্রথম খণ্ড** | পৃষ্ঠা

শিরোনাম	পৃষ্ঠা

শিরোনাম | দ্বিতীয় খণ্ড | পৃষ্ঠা

শিরোনাম	পৃষ্ঠা

তৃতীয় খণ্ড

শিরোনাম	পৃষ্ঠা

চতুর্থ খণ্ড

শিরোনাম | পৃষ্ঠা

জিহাদের অর্থ

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদের অর্থ কি?

✍ **উত্তর ঃ** আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য ও মজলুম মুসলমানদের হিফাজতের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাফির গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা কিংবা উল্লেখিত কারণে যুদ্ধরত মুসলমানদের সকল প্রয়োজনীয় খাতে রীতিমতো সাহায্য-সহযোগিতা করাকে জিহাদ বলে; চাই এই যুদ্ধ এমন কাফিরদের বিরুদ্ধে হোক, যাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো কিন্তু তারা তা কবুল করেনি, চাই এমন কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হোক, যারা কোন মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ করে বসেছে। শরয়ী আমীরের আনুগত্যে থেকে যুদ্ধের যে কোন প্রকারে শরীক হলেই তাকে জিহাদ বলে গণ্য করা হবে। এই সংজ্ঞা তাফসীর, হাদীস ও ইসলামী আইনের পুস্তকসমূহ থেকে গৃহীত।

জিহাদের নির্দেশ

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদের নির্দেশ কখন অবতীর্ণ হয়?

✍ **উত্তর ঃ** জিহাদের নির্দেশ মদীনা শরীফে দ্বিতীয় হিজরীতে অবতীর্ণ হয়। —হাদা-ইকুল আন্ওয়ার-ফী সীরাতিন নাবিয়্যিল মুখতার ঃ পৃ-২৬২।

জিহাদের ব্যাপারে সর্বপ্রথম আয়াত

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদের ব্যাপারে সর্বপ্রথম কোন্ আয়াত নাযিল হয় ?

✍ **উত্তর ঃ** জিহাদের ব্যাপারে সর্বপ্রথম সূরা হজ্জের এই আয়াতটি নাযিল হয়।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ـ سُوْرَةُ الْحَجِّ - ٣٩ - حواله قرطبى ١٢/٦٨ ابن كثير ٣/٣٧٢، مستدرك حاكم ٢/٣٨٢ ـ

অর্থ ঃ যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে, যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।—সূরা হজ্জ ঃ ৩৯; সূত্র-কুরতুবী ঃ ১২/৬৮; ইবনে কাসীর ঃ ৩/৩৭২; মুস্তাদরাকে হাকিম ঃ ২/৩৮২।

গাযওয়ার সংজ্ঞা

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদ তো কয়েক প্রকার। গাযওয়া কোন্ ধরনের জিহাদকে বলে ?

✍ **উত্তর ঃ** যে জিহাদে খোদ নবীয়ে আকরাম (সা.) শরীক হয়েছেন, তাকে গাযওয়া বলে। — রওযাতুল আন্ওয়ার ঃ পৃ-১০৭।

সারিয়্যার সংজ্ঞা

☞ **প্রশ্ন ঃ** কোন্ ধরনের জিহাদকে সারিয়্যা বলে ?

✍ **উত্তর ঃ** হুযূর (সা.)-এর মুবারক যুগে তিনি নিজে যে যুদ্ধের বাহিনী প্রেরণ করেছেন তবে নিজে তাতে শরীক হননি, এমন জিহাদকে সারিয়্যা বলে। — রওযাতুল আন্ওয়ার ঃ পৃ-১০৭।

গাযওয়া সমূহের সংখ্যা

☞ **প্রশ্ন ঃ** প্রিয়নবী (সা.)-এর গাযওয়া সমূহের সংখ্যা কতো ?

✍ **উত্তর ঃ** নবী করীম (সা.) সর্বমোট ২৭টি যুদ্ধে শরীক হয়েছেন। সে হিসাবে গাযওয়ার সংখ্যা ২৭। তবে কোন কোন বর্ণনায় এই সংখ্যা কম-বেশী করেও উল্লেখ রয়েছে।

— আয-যারকানী আলাল মাওয়াহিব ঃ ২/২২০; আল-মাগাযী লিল ওয়াকিদী ঃ ১/৭; ইবনে হিশাম ঃ ৪/২৬৪; সিফাতুস সাফ্ওয়া ঃ ১/৮৬।

হুযূর (সা.)-এর যুগের সারিয়্যার সংখ্যা

☞ **প্রশ্ন ঃ** হুযূরে আকরাম (সা.)-এর যুগে সর্বসাকুল্যে মোট কয়টি সারিয়্যা সংঘটিত হয় ?

✍ **উত্তর ঃ** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বরকতময় যুগে সর্বমোট ৫৬টি সারিয়্যা সংঘটিত হয়। তবে এ ব্যাপারে আরো মতামত রয়েছে। — আয-যারকানী আলাল মাওয়াহিব ঃ ২/২২১।

জিহাদের বিধান

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদের শরয়ী হুকুম কি ?

✍ **উত্তর ঃ** জিহাদ ইসলামের একটি অন্যতম ফরীযা, গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এর অস্বীকারকারীর ঈমান থাকে না।

اَلْجِهَادُ رُكْنٌ مِنْ اَرْكَانِ الْاِسْلَامِ ـ الجوهرة ٢/٣٥٦

التفسير الكبير للرازى ـ ٣/ ٣٢٠

অর্থাৎ, জিহাদ ইসলামের রুকন সমূহের মধ্যে অন্যতম রুকন। —আল-জাওহারা ঃ ২/৩৫৬; তাফসীরে কাবীর, ইমাম রাযী (রহ.) কৃত ঃ ৩/৩২৫।

জিহাদের হিকমত

☞ **প্রশ্ন ঃ** ইসলাম বিদ্বেষীরা জিহাদ বিরোধী। তাছাড়া বাহ্যত দেখা যায় যে, এতে অনেক প্রাণহানি ও অর্থ ব্যয় হয়। তাই প্রশ্ন হলো, জিহাদের হিকমত কি জানাবেন ?

✍ **উত্তর ঃ** জিহাদের অসংখ্য হিকমত রয়েছে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে কারীমে সংক্ষিপ্তাকারে জিহাদের হিকমত এই বর্ণনা

করেছেন যে, জিহাদ না থাকলে পৃথিবীতে ফিৎনা-ফাসাদ বৃদ্ধি পাবে, ইবাদাতখানাগুলো ভেঙ্গে চুরমার করা হবে। অর্থাৎ, যদি জিহাদের মাধ্যমে জালিম ও উচ্ছৃঙ্খল লোকদেরকে খতম করা না যায়, তাহলে পৃথিবী সন্ত্রাস ও ফিৎনা-ফাসাদের করালগ্রাসে নিপতিত হবে। সাথে সাথে পরিণতি এই দাঁড়াবে যে, উগ্র ও অবাধ্য লোকেরা মুসলমানদের ইবাদাতখানা সমূহ মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে। এক পর্যায়ে তারা খতম করবে মুসলিম উম্মাহকেও। পক্ষান্তরে জিহাদের মাধ্যমে সকল ফিৎনার মূলোৎপাটন হয়; আল্লাহর যমীনে শান্তি, নিরাপত্তা এবং আদল ও ইনসাফ ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাথে সাথে আল্লাহর দ্বীন ও তার জীবন বিধান বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
— সূরা বাকারার ২৫১ নং আয়াত ও সূরা হজ্জের ৪০ নং আয়াতের সারকথা।

হুযূর (সা.) ছাড়া অন্যান্য নবীগণও জিহাদ করেছেন

☞ **প্রশ্ন ঃ** হুযূর (সা.) তো দ্বীনের প্রয়োজনে অসংখ্য জিহাদে শরীক হয়েছেন। পাঠিয়েছেন বিভিন্ন স্থানে অনেক জিহাদী কাফেলা। অন্যান্য নবীগণ (আ.)ও কি জিহাদ করেছেন ?

✍ **উত্তর ঃ** জ্বী-হ্যাঁ। হুযূর (সা.)-এর পূর্বে অনেক নবীই জিহাদ করেছেন। তাঁদের সাথে তাঁদের উম্মতগণও শরীক হয়েছেন সেই জিহাদে। কুরআনে কারীমে এ ব্যাপারে উদ্ধৃতি রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে—

وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۔ فَمَا وَهَنُوْا لِمَا أَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ۔ سورة ال عمران - ١٤٦

অর্থ ঃ আরও বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছেন, আল্লাহর পথে তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে; কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যাননি, ক্লান্তও হননি এবং দমেও যাননি। আল্লাহ্ সবরকারীকে পছন্দ করেন। — সূরা আলে-ইমরান-১৪৬।

অল্প বয়সে কাফির বাদশাহকে হত্যা

☞ **প্রশ্ন ঃ** সেই নবী কে, যিনি ছোট বেলায়ই জালিম, কাফির বাদশাহকে হত্যা করেছিলেন ?

✍ **উত্তর ঃ** তিনি হলেন মহান নবী হযরত দাউদ (আ.)। সেই জালিম বাদশাহর নাম হচ্ছে জালূত।

যে নবীর উম্মতেরা জিহাদের ব্যাপারে হটধর্মী করেছিলো

☞ **প্রশ্ন ঃ** কোন্ নবী স্বীয় উম্মাতকে জিহাদের দাওয়াত দেয়ার পর তারা হটধর্মী করেছিলো ?

✍ **উত্তর ঃ** হযরত মূসা (আ.) তাঁর উম্মাতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিহাদের দাওয়াত দেয়ার পর তারা বলেছিলো, আপনি এবং আপনার খোদা জিহাদ করুন, আমরা এখানে বসে রইলাম। — সূরা মায়িদা ঃ ২৪।

নবী কর্তৃক স্বীয় ছেলেদেরকে মুজাহিদ বানানোর নিয়্যাত

☞ **প্রশ্ন ঃ** কোন্ নবী যিনি এই নিয়্যাত করেছিলেন যে, আল্লাহ্ পাক যদি তাঁকে একশো ছেলে সন্তান দান করেন, তাহলে তিনি তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়-সওয়ার ও মুজাহিদ বানাবেন ?

✍ **উত্তর ঃ** তিনি হলেন, মহান নবী হযরত সুলাইমান (আ.)।

—বুখারী ঃ ১/৩৯৫।

কুরআনে জিহাদের ফরযিয়াতের হুকুম

☞ **প্রশ্ন ঃ** কুরআনে কারীমের কোন্ আয়াতে জিহাদের ফরযিয়াতের হুকুম রয়েছে ?

✍ **উত্তর ঃ** আয়াতটি সূরা বাকারার। ইরশাদ হচ্ছে—

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ـ وَعَسَى اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ـ سورة البقرة ٢١٦

অর্থ ঃ তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয় তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আর হয় তো বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয়, অথচ তোমাদের জন্যে তা অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জানো না।

— সূরা বাকারা ঃ ২১৬।

আল-কিতালের অর্থ

☞ **প্রশ্ন ঃ** কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন স্থানে আল-কিতাল শব্দটি এসেছে, এর অর্থ কি ?

✍ **উত্তর ঃ** আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় দুশমনদের বিরুদ্ধে লাড়ই করাকে আল-কিতাল বলে।

— সূরা আনফালের ৩৯ নং আয়াতের অর্থ থেকে গৃহীত।

জিহাদ ফাসাদ না রহমাত?

☞ **প্রশ্ন ঃ** আজ পৃথিবীব্যাপী জিহাদকে ফাসাদ, সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা বলে অভিহিত করা হচ্ছে। বস্তুতঃ জিহাদ ফাসাদ না রহমাত ?

✍ **উত্তর ঃ** জিহাদ আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের পক্ষ থেকে গোটা মানবজাতির জন্য একটি বড় নিয়ামত ও রহমাত। অবশ্য জিহাদ বিদ্বেষী অবিশ্বাসীরা তা বুঝতে সক্ষম নাও হতে পারে।

জিহাদ মুসলমানদের জন্য যেভাবে রহমাত?

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদ মুসলমানদের জন্য কীভাবে রহমাত ? বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন।

✍ **উত্তর ঃ** জিহাদের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্ পাকের

মহাব্বত ও নৈকট্য হাসিল হয়। সাথে সাথে সেসব বড় বড় পুরস্কার লাভ হয়, যেগুলোর ওয়াদা আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদদের জন্য করেছেন। এমনিভাবে জিহাদের মাধ্যমে মুসলমানদের এ পৃথিবীতে খিলাফত তথা রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ হয় এবং কাফিরদের থেকে গনীমতের সম্পদ অর্জিত হয়, যদ্বারা মুসলমানরা আর্থিক উন্নতি করতে সক্ষম হয়। সবচে বড় যে বস্তুটা জিহাদের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তা হলো শাহাদাত। আর এই শাহাদাত কেবল সৌভাগ্যবানরাই লাভ করতে সক্ষম হয়।

জিহাদ কাফিরদের জন্য যেভাবে রহমাত

☞ **প্রশ্ন ঃ** মুসলমানদের জন্য জিহাদ রহমাত হতে পারে, এটা কিছুটা বুঝে আসলেও এটি কাফিরের জন্য কীভাবে রহমাত, তা বেশ অবোধগম্য। এ বিষয়ে বলুন।

✍ **উত্তর ঃ** কখনো এই জিহাদের দরুন কাফিররা ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এর মাধ্যমে তারা আখিরাতের স্থায়ী আযাব থেকে বেঁচে যায়। এমনিভাবে মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়ে হটধর্মী ত্যাগ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার বড়ত্ব ও মহত্ব বুঝতে সক্ষম হয় এই জিহাদের মাধ্যমে। এভাবে তারা রক্ষা পায় ইসলাম বিরোধিতার মতো মহাপাপ থেকে।

আবার কখনো মুসলমানদের বিজিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বসবাসের দরুন ইসলাম সম্পর্কে তাদের বিভ্রান্তির নিরসন হয় এবং এক পর্যায়ে তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইত্যাকার বিভিন্নভাবে জিহাদ কাফিরদের জন্য রহমাত প্রমাণিত হয়। —হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, তাফসীরে কাবীর, ইমাম রাযী কৃত-৩/৩২৬।

জিহাদের পূর্বে যা করা জরুরী

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদে অংশগ্রহণ করার পূর্বে কিছু করার আছে কিনা ?

✍ **উত্তর ঃ** জিহাদে অংশ গ্রহণের পূর্বে তারবিয়াত ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা খুবই জরুরী। খোদ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মুসলমানদের জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে—

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّاللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَاتَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوْامِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ ـ سورة الانفال ٦٠

অর্থ ঃ আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পারো নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর। আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও, যাদের তোমরা জানো না; আল্লাহ্ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের হক অপূর্ণ থাকবে না। — সূরা আনফাল ঃ ৬০।

জিহাদের প্রস্তুতির অর্থ

☞ **প্রশ্ন ঃ** বলা হয়েছে যে, জিহাদের পূর্বে তার প্রস্তুতি গ্রহণ করা জরুরী। এই প্রস্তুতি গ্রহণ বলতে কি বুঝায় ?

✍ **উত্তর ঃ** জিহাদের প্রস্তুতি অর্থ হচ্ছে, অস্ত্র বানাতে শেখা, শারীরিকভাবে জিহাদের জন্য তৈরী হওয়া, রণকৌশল শেখা ও আধুনিক সকল ধরনের যুদ্ধাস্ত্রের সাধ্যমত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রতিপালন করা এবং প্রত্যেক যুগের প্রেক্ষিতে যুদ্ধাস্ত্র (রাষ্ট্রীয়ভাবে) মজুদ করা, যাতে কাফিরগোষ্ঠী চাপের মুখে থেকে মুসলমানদের খেলাফ কোন চক্রান্তের ধৃষ্টতা দেখাতে না পারে। — সূরা আনফালের ব্যাখ্যার সারসংক্ষেপ।

জিহাদের প্রস্তুতির সাওয়াব

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করলে কি কোন সাওয়াব হবে ?

✍ **উত্তর ঃ** জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করলে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের

পক্ষ থেকে অসংখ্য নেকী রয়েছে। এমনকি জিহাদের নিয়্যাতে যে ঘোড়া প্রতিপালন করা হবে, সেই ঘোড়ার চলাফেরা করার উপরও ঘোড়ার মালিক সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। এমনিভাবে সেই ঘোড়ার লেদ-পেশাবের উপরও উক্ত ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। — বুখারী শরীফ ১/৪০০।

জিহাদের প্রস্তুতিতে যে কোন ধরনের কর্মকাণ্ডের দরুন সাওয়াব হবে।

জিহাদের দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজন

☞ **প্রশ্ন ঃ** প্রত্যেক মুসলমান যার যার মতো জিহাদ করবে, এক্ষেত্রে জিহাদের দাওয়াত দেয়ার কি কোন প্রয়োজন রয়েছে ?

✍ **উত্তর ঃ** আল্লাহ্ তা'আলা তদীয় রাসূল প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি খোদ জিহাদ করুন এবং ঈমানদারদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করুন। — সূরা আনফাল ঃ ৬৫।

যেহেতু জিহাদ একটি মুশকিল ও কঠিন কাজ এবং নফ্স ও শয়তান এ ব্যাপারে মানুষকে অহরহ ধোঁকা দিতে থাকে, এজন্য খুব বেশী বেশী জিহাদের দাওয়াত দেয়া দরকার, যাতে দাওয়াত প্রদানকারী ঈমানদার গোষ্ঠী ও দাওয়াতপ্রাপ্ত মুমিনদের মনে জিহাদের জয্বা ও আগ্রহ জাগরুক থাকে।

জিহাদ চলাকালীন অবস্থায় মারা যাওয়া

☞ **প্রশ্ন ঃ** যে মুসলমান জিহাদ করতে করতে কাফির শত্রুদের হাতে নিহত হয়, তাকে কি বলা হয় ?

✍ **উত্তর ঃ** তাকে শহীদ বলা হয়। —মুসলিম শরীফ ঃ ২/১৪২।

শহীদের ফজীলত

☞ **প্রশ্ন ঃ** ইসলামে শহীদের কোন ফজীলত আছে কি না ?

✍ **উত্তর ঃ** ইসলামে শহীদের অসংখ্য ফজীলত রয়েছে। আল্লাহ্ পাক কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন, শহীদরা মৃত নয়; বরং জিন্দা। ইরশাদ হচ্ছে —

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ـ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ـ سورة البقرة - ١٥٤

অর্থ ঃ আর যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝো না। —সূরা বাকারা ঃ ১৫৪।

হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা শহীদকে ছয়টি নিয়ামত দান করেছেন। যথা ঃ ১.শাহাদাতের সাথে সাথেই তাঁকে মাফ করে দেয়া হয়। জান্নাতে তার ঠিকানা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। ২. কবরের আযাব মাফ করে দেয়া হয়। ৩. কিয়ামতের দিনের বালা-মুসীবত ও কষ্ট-ক্লেশ থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে দেয়া হয়। ৪. তার মাথায় ইজ্জত ও গাম্ভীর্যের তাজ পরিয়ে দেয়া হয়, যার এক একটি ইয়াকুত পাথর দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে, তার থেকে উত্তম। ৫. সুদর্শন ও ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুরদের সাথে শাদী করিয়ে দেয়া হয়। ৬. তার সত্তরজন আত্মীয়ের ব্যাপারে তার সাফা'আত গৃহীত হওয়ার ফায়সালা করা হয়। —তিরমিযী শরীফ ঃ ১/২৯৫; ইবনে মাজাহ, পৃ-২০১।

শাহাদাতের তামান্না করা

☞ **প্রশ্ন ঃ** কোন মুসলমানের জন্য শাহাদাতের তামান্না করা কিরূপ ?

✍ **উত্তর ঃ** প্রত্যেক মুসলমানের শাহাদাতের তামান্না থাকা চাই। আল্লাহর দরবারে দু'আ করা চাই প্রকৃত শাহাদাত প্রাপ্তির। খোদ নবীজী (সা.) আল্লাহর রাস্তায় বার বার শাহাদাত বরণের তামান্না করেছেন। —মুয়াত্তা মালিক-২/১৯; বুখারী ও মুসলিম।

যে মুজাহিদ জিহাদে শহীদ হয়নি

☞ **প্রশ্ন ঃ** যে মুজাহিদ জিহাদে শরীক হয়েছে, কিন্তু শাহাদাত বরণ করেনি, তাকে কি বলা হয়?

✍ **উত্তর ঃ** এ ধরনের মুজাহিদকে সাধারণত গাজী বলা হয়।

এমনিতেই তো প্রত্যেক জিহাদকারী মুজাহিদকে গাজী বলা হয়। তবে সাধারণত সেসব মুজাহিদকে গাজী বলা হয়, যারা জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ করার পর ফিরে এসেছেন।—আরবী অভিধান দ্রষ্টব্য।

কাফিরদের থেকে প্রাপ্ত সম্পদের নাম

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদ চলাকালে কিংবা বিজয়ের পর মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর কাফিরদের থেকে যে সম্পদ হস্তগত হয়, সেগুলোকে কি বলা হয়?

✍ **উত্তর ঃ** এ ধরনের সম্পদকে গনীমতের মাল বলা হয়।

মালে গনীমত কিরূপ সম্পদ

☞ **প্রশ্ন ঃ** মালে গনীমত কিরূপ সম্পদ? এসব গ্রহণ করতে কোন সমস্যা আছে কিনা?

✍ **উত্তর ঃ** মালে গনীমত অত্যন্ত পবিত্র মাল। আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের সম্পদ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে—

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا . سورة الانفال - ٦٩

অর্থ ঃ তোমরা খাও গনীমত হিসাবে যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে।—সূরা আনফাল ঃ ৬৯।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এই মাল পছন্দ করেছেন। হুযূর (সা.) মদীনাতে এ ধরনের মাল গ্রহণ করেছেন। নবীজী (সা.) ইরশাদ করেছেন, মুসলমানদের জন্য পবিত্র মাল হলো, মালে গনীমত। সুনানে সাঈদ বিন মনসূর; হাদীস নং-২৮৮৬।

মালে গনীমত ও মালে ফাই-এর মধ্যে পার্থক্য

☞ **প্রশ্ন ঃ** মালে গনীমত ও মালে ফাই এর মধ্যে কি কোন পার্থক্য রয়েছে?

✍ **উত্তর ঃ** এ ব্যাপারে নিম্নের উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যেতে পারে—

اَلْفَیْءُ هُوَالْمَالُ الْمَاخُوْذُ مِنَ الْكُفَّارِ بِغَيْرِ قِتَالٍ كَالْخِرَاجِ وَالْجِزْيَةِ ، وَاَمَّا الْمَاخُوْذُ بِقِتَالٍ فَيُسَمّٰى غَنِيْمَةً - فتح القدير - ٥/٤٢٦ .

অর্থাৎ, যদি কাফিরদের সাথে লড়াইয়ের পর সম্পদ হস্তগত হয়, তাহলে তা মালে গনীমত। আর যদি কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই সম্পদ লাভ হয়, তাহলে তা মালে ফাই। —ফাতহুল কাদীর ঃ ৫/৪২৬।

জিহাদের ময়দানে লড়াইয়ের ধরন

☞ **প্রশ্ন ঃ** কাফিরদের মুকাবিলায় জিহাদের ময়দানে মুসলমানদের কিভাবে লড়াই করা চাই ? এ ব্যাপারে শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি জানাবেন।

✍ **উত্তর ঃ** আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে ইরশাদ করেন—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - سورة الانفال ٤٥-

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাকো এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো, যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পারো। —সূরা আনফাল ঃ ৪৫।

এজন্য অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মুসলমানদের জিহাদ করা চাই। সাথে সাথে বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করতে হবে; এতে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং ভয়ভীতি দূরীভূত হয়।

জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া কিরূপ

☞ **প্রশ্ন ঃ** অনেক সময় কোন মুসলমান সৈন্য তথা মুজাহিদ যুদ্ধের প্রচণ্ডতার দরুণ জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে পারে। এভাবে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা কিরূপ ?

✍ **উত্তর ঃ** যুদ্ধরত মুজাহিদের জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা মারাত্মক গুনাহ। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْأَدْبَارَ ـ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ

سورة الانفال ١٥-١٦

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফিরদের সাথে মুখোমুখি হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তন কল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় গ্রহণের জন্য আসে, সে ব্যতীত; অন্যরা আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। বস্তুতঃ সেটা হলো নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল।— সূরা আনফাল ঃ ১৫-১৬।

এ আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা গেলো যে, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা যাবে না। তবে হ্যাঁ, কৌশল হিসাবে পিছে হটে পুনরায় জবরদস্ত আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা যাবে। কারণ কৌশলই তো হলো জিহাদের প্রাণ।

শহীদ সাহাবীর সংখ্যা

☞ **প্রশ্ন ঃ** নবীজী (সা.)-এর যুগে তো প্রায় সকল সাহাবীই জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন, এ সময় মোট কতোজন শহীদ হয়েছেন ?

✍ **উত্তর ঃ** হুযূর (সা.)-এর যুগে সর্বমোট ২৫৯ জন সাহাবী (রা.) শাহাদাত বরণ করেন।

নবীজী (সা.)-এর যুগে যুদ্ধে নিহত কাফিরের সংখ্যা

☞ **প্রশ্ন ঃ** হুযূর (সা.) এর যুগে তো অসংখ্য যুদ্ধে কাফিররাই বেশী ছিলো এবং প্রায় যুদ্ধেই তারা পরাজিত হয়েছে। এ সময় তাদের সর্বমোট কয়জন মারা যায় ?

✍ **উত্তর ঃ** হুযূরে আকরাম (সা.)-এর যুগে যুদ্ধের ময়দানে সর্বমোট ৭৫৯ জন কাফির নিহত হয়।

রাবাত কাকে বলে ?

☞ **প্রশ্ন ঃ** হাদীস শরীফে বিভিন্ন স্থানে রাবাত শব্দটি এসেছে। এই রাবাত শব্দের অর্থ কি ?

✍ **উত্তর ঃ** ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়া কিংবা ইসলামী সৈন্যের হিফাজতের জন্য পাহারাদারী করাকে রাবাত বলে।

— রদ্দুল মুহতার ঃ ৬/১৯৩।

রাবাতের ফজীলত

☞ **প্রশ্ন ঃ** রাবাতের ফজীলত সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করুন।

✍ **উত্তর ঃ** বারাত তথা উল্লেখিত পাহারাদারী অত্যন্ত ফজীলতপূর্ণ আমল। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এ ব্যাপারে অসংখ্য ফজীলত বর্ণনা করেছেন। যে সকল খোশ-নসীব মুজাহিদ ইসলামী কিল্লা কিংবা সীমান্ত পাহারা দেয়, তারা যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধরত মুজাহিদের সমতুল্য সাওয়াব প্রাপ্ত হয়। সেই চক্ষু যা পাহারাদারীর জন্য জাগ্রত থাকে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। —তিরমিযী শরীফ ঃ ১/২৯৩।

একদিন পাহারাদারী করা দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে যা কিছু রয়েছে তার থেকে উত্তম। —বুখারী শরীফ ঃ ১/৪০৫

নবীউস্ সাইফ এর অর্থ

☞ **প্রশ্ন ঃ** নবীজী (সা.)-এর এক নামের অর্থ নবিউস্ সাইফ (সূত্র-আশ্ শিফা; পৃ-১৪৮), এর অর্থ কি ?

✍ **উত্তর ঃ** নবীউস্ সাইফের অর্থ তলোয়ার ওয়ালা নবী।

প্রিয়নবী (সা.)-যেভাবে নবীউস্ সাইফ

☞ **প্রশ্ন ঃ** নবীজী (সা.) তো রহমাত ও দয়ার নবী তাঁকে নবীউস্ সাইফ বলা হয় কেন ? এর ব্যাখ্যা কি ?

✍ **উত্তর ঃ** খোদ হুযূরে আকরাম (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তলোয়ারসহ প্রেরণ করেছেন। — ইবনে আবী শাইবা ঃ ৬/৪৭৪; আহমাদ ঃ ২/১৪৭।

যেহেতু নবী করীম (সা.) তরবারির মাধ্যমে উশৃঙ্খল কাফিরদেরকে দমন করেছেন এবং এর মাধ্যমে মানবমণ্ডলী ইসলামের কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছে, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করেছে মানবতা, এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এক নাম তরবারি ওয়ালা নবী। তরবারি দ্বারা উদ্দেশ্য জিহাদ। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জিহাদের ক্ষমতা দান করেছেন, যাতে বিরুদ্ধাচারীরা তাঁর দাওয়াতকে চ্যালেঞ্জ করতে না পারে।

নবীউল মালাহিম এর অর্থ

☞ **প্রশ্ন ঃ** শরহুস্ সুন্নাহ ১৩/২১৩; শামায়িলে তিরমিযী ঃ পৃ-২৫ এ আছে, হযরত রহমাতুল্লিল আলামীন (সা.) নবীউল মালাহিম, এর অর্থ কি ?

✍ **উত্তর ঃ** নবীউল মালাহিম অর্থ যুদ্ধ সমূহের নবী। মাল্হামাহ্ তুমুল লড়াইকে বলে। যেহেতু হুযূর (সা.)-এর যুগে যতো জিহাদ (যুদ্ধ-বিগ্রহ) হয়েছে, এর পূর্বে এতো অল্প সময়ে এতো বেশী যুদ্ধ হয়নি। আর এই জিহাদ তার উম্মাতের মধ্যে কিয়ামাত পর্যন্ত জারী থাকবে। এজন্য নবী করীম (সা.)কে যুদ্ধ সমূহের নবী বলা হয়। খোদ হুযূরে আকরাম (সা.) ও তুমুল লড়াইয়ের মধ্যে জিহাদ করেছেন। — শরহুজ জারকানী আলাল মাওয়াহিব ঃ ৪/২২০ ও ২৯৪। এমনিভাবে হুযূর (সা.)-এর যুগে হুযূরে আকদাস (সা.)-এর চেয়ে বড় কোন বীর ছিলো না। এজন্য নবীজী (সা.)কে নবীউল মালাহিম বলা যেতে পারে। — বুখারী শরীফ ঃ ১/৩৯৫, কিতাবুল জিহাদ।

অন্যান্য আমলের তুলনায় জিহাদের অবস্থান

☞ **প্রশ্ন ঃ** ইসলামে বিভিন্ন রকমের আমল রয়েছে। সেসব আমলের তুলনায় জিহাদের অবস্থান কোথায় ?

✍ **উত্তর ঃ** জিহাদ সমস্ত দ্বীনী আমল সমূহের মধ্যে উত্তম। নবীজী (সা.) ইরশাদ করেন—

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَرَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ رَجُلاً جَاۤءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلٰي عَمَلٍ يَّعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لَا اَجِدُهٗ - الحديث ـ بخارى - ١/٣٩١ ـ

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজী (সা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বললেন, আমাকে জিহাদের সমতুল্য ইবাদাতের সন্ধান দিন। প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করলেন, এ ধরনের আমল সম্পর্কে আমার জানা নেই। —বুখারী ঃ ১/৩৯১।

নবী করীম (সা.) এর এ ধরনের কথা বলার কারণ হলো, জিহাদে জান-মালের কুরবানী হয়, যা আর কোন আমলে নেই। এজন্য জিহাদকে সর্বোত্তম আমল বলা হয়েছে। আরো কারণ হলো, জিহাদ অন্যান্য সকল আমলের হিফাজতকারী। এ কারণেই অন্যান্য সকল আমলের উপর এর শ্রেষ্ঠত্ব।

জিহাদে এক সকাল-সন্ধ্যা ব্যয় করার ফজীলত

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদের পথে এক সকাল এক বিকাল ব্যয় করার ফজীলত কি?

✍ **উত্তর ঃ** হাদীস শরীফে আছে, জিহাদের রাস্তায় এক সকাল কিংবা এক সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল্ মাল-আসবাব থেকে উত্তম।
— বুখারী শরীফ ঃ ১/৩৯২।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরাম বলেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি তার সকল ধন-সম্পদ দান করলো এবং তা আল্লাহর দ্বীনের পথে ব্যয় হলো, তবুও তার নেকী এক সকাল এক বিকাল জিহাদের পথে ব্যয় করার সমতুল্য হবে না। — সংক্ষেপিত; উমদাতুল কারী, ফাতহুল বারী, হাদীস নং - ২৭৯২।

জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদ তো সব সময় ফরযে আইন থাকে না। কখন জিহাদ ফরযে আইন হয় ?

✍ **উত্তর ঃ** যখন কাফিররা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসে কিংবা মুসলমানদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করে ফেলে অথবা কাফির বাহিনী মুসলমান সৈন্যের মুখোমুখি হয়ে যায় বা মুসলমানদের খলীফা মুসলিম জনগণকে জিহাদের আহ্বান করেন, তাহলে উল্লেখিত সকল অবস্থায় জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। —রদ্দুল মুহ্তার ঃ ৪/১২৭; মুগনী ঃ ১০/৩৬১।

ফরযে আইনের অর্থ

☞ **প্রশ্ন ঃ** উল্লেখিত জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার অর্থ কি ?

✍ **উত্তর ঃ** ফরযে আইন হওয়ার অর্থ প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদ ফরয হওয়া। কেউ আদায় করলে অন্য মুসলমান দায়িত্বমুক্ত হবে না।

যখন জিহাদ ফরযে আইন হয় তখন সন্তানের জন্য মাতা-পিতার অনুমতির প্রয়োজন নেই, ঋণগ্রহীতার ঋণদাতার কাছে অনুমতি নিতে হবে না, ক্রীতদাসের জন্য তার মালিকের কাছ থেকে ইজাযত নেয়ার প্রয়োজন নেই।[১]

জিহাদ না করার গুনাহ

☞ **প্রশ্ন ঃ** এতো বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত জিহাদ; এটা না করলে কোন গুনাহ হবে ? এ ব্যাপারে কিঞ্চিত আলোচনা করুন।

✍ **উত্তর ঃ** হুযূর (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদ করেনি, জিহাদের তামান্না ও ইচ্ছাও তার অন্তরে উদ্রেক হয়নি, তাহলে সে এক প্রকার মুনাফিকীর হালতে মৃত্যুবরণ করবে। — মুসলিম শরীফ ঃ ১/১৪৯।

অন্য হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে, যে জিহাদ করলো না কিংবা মুজাহিদের সরঞ্জামাদিরও ব্যবস্থা করলো না অথবা কোন মুজাহিদের পরিবার-

---

(١) فَرْضُ الْعَيْنِ مَاوَجَبَ عَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ اٰحَادِ الْمُكَلَّفِيْنَ۔ كشاف اصطلاحات الفنون ١٧٦٥/٢

পরিজনের দেখাশুনা করলো না, তাহলে আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের পূর্বেই তাকে কোন কঠিন মুসীবতে নিপতিত করবেন। — আবু দাউদ শরীফ ঃ ১/৩৪৬; তাবরানী শরীফ ঃ ৮/১৮০ ও ইবনে মাজাহ শরীফ।

জিহাদে আহত হওয়ার সাওয়াব

☞ **প্রশ্ন ঃ** অনেক সময় মুজাহিদীনে কিরাম জিহাদের ময়দানে আহত হন, এর কোন সাওয়াব আছে কিনা ?

✍ **উত্তর ঃ** আহত মুজাহিদগণ অত্যন্ত সাওয়াবের অধিকারী হন। হাদীস শরীফে আছে, জিহাদে আহত মুজাহিদগণ কিয়ামতের দিন রক্তাক্ত অবস্থায় উত্থিত হবেন এবং তাদের ক্ষত স্থান থেকে সুঘ্রাণ ছড়াতে থাকবে। — বুখারী শরীফ ঃ ২/৮৩০।

জিহাদের রাস্তায় মৃত্যু বরণের সাওয়াব

☞ **প্রশ্ন ঃ** অনেক সময় জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য বের হওয়ার পর রণাঙ্গনে পৌঁছার আগেই কেউ কেউ মারা যায়। এতে এ ব্যক্তির কোন সাওয়াব হবে কি না ?

✍ **উত্তর ঃ** যে মুসলমান জিহাদের নিয়্যাতে ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় মারা গেলো কিংবা আরোহণ থেকে পড়ে (দুর্ঘটনায়) মারা গেলো অথবা অন্য কোন বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ কাটার দরুন তার মৃত্যু হলো, তাহলে এ সকল অবস্থাতেই তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

— তাবরানী শরীফ ঃ ২/১৯১

জিহাদে অর্থ ব্যয়ের সাওয়াব

☞ **প্রশ্ন ঃ** অনেক ব্যক্তি জিহাদে যেতে পারে না। কিন্তু জিহাদের জন্য বিভিন্নভাবে অর্থ ব্যয় করে কিংবা মুজাহিদ নিজ প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করে, এতে কোন সাওয়াব হবে কিনা ?

✍ **উত্তর ঃ** উভয় অবস্থাতে উভয় শ্রেণী অত্যন্ত সাওয়াবের অধিকারী হবে। প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মুজাহিদের সামানের ব্যবস্থা করলো, সেও জিহাদ করলো। — তাবরানী ফিল আওসাত ঃ ১/৩২৩।

আরো ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঘরে বসে জিহাদের জন্য এক টাকা ব্যয় করবে, তার সাতগুণ সাওয়াব হবে। আর যে খোদ জিহাদে বের হয়ে অর্থ ব্যয় করবে, সে এক টাকার পরিবর্তে সাত লাখ টাকার সাওয়াব পাবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চান, তাকে আরো অধিক সাওয়াব দান করতে পারেন। — ইবনে মাজাহ্ শরীফ ঃ ১৯৮।

সবচেয়ে উত্তম জিহাদ

☞ **প্রশ্ন ঃ** সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও উত্তম জিহাদ কোন্‌টি ?

✍ **উত্তর ঃ** নবীজী (সা.) ইরশাদ করেন—

اَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهٗ وَاُهْرِيْقَ دَمُهٗ - المعجم الاوسط للطبرانى ١/٣٣٧، طبع جديده -

অর্থাৎ, সবচেয়ে উত্তম জিহাদ হলো, (যেখানে) মুজাহিদের ঘোড়ার পা কেটে ফেলা হয় এবং তার নিজের রক্তও বইতে থাকে তথা সে নিজেও শহীদ হয়ে যায়। — তাবরানী ঃ ১/৩৩৭।

শত্রুর উপর তীর কিংবা গুলি করার সাওয়াব

☞ **প্রশ্ন ঃ** মুজাহিদীনে কিরাম যুদ্ধের ময়দানে শত্রুকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করেন, গুলি করেন, বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র মারেন, এতে কি কোন বিশেষ সাওয়াব রয়েছে ?

✍ **উত্তর ঃ** যে ব্যক্তি দুশমনের দিকে তীর নিক্ষেপ করলো, সেই তীর দুশমনের লাগুক বা না লাগুক, উক্ত ব্যক্তি প্রত্যেকটি তীর নিক্ষেপের বিনিময়ে সে একটি করে ক্রীতদাস মুক্তির সাওয়াব প্রাপ্ত হবে।

— তিরমিযী শরীফ ঃ ১/২৯৩।

আল্লাহ্ তা'আলা একটি তীরের মাধ্যমে তিন ব্যক্তিকে জান্নাত দান করবেন। যথা ঃ ১. যে ব্যক্তি সাওয়াবের নিয়্যাতে তীরটি বানিয়েছে। ২. যে তীরটি নিক্ষেপ করেছে। ৩. তীর নিক্ষেপকারীর হাতে যে ব্যক্তি তীর এনে দিয়েছে। — আবু দাউদ শরীফ ঃ ১/৩৪৭।

জিহাদে কোন কাফিরকে হত্যা করার নেকী

☞ **প্রশ্ন ঃ** যুদ্ধের ময়দানে কাফির সৈন্যকে হত্যা করার নেকী কি ?

✍ **উত্তর ঃ** (যুদ্ধের ময়দানে) কাফির এবং তাকে হত্যাকারী (মুজাহিদ) জাহান্নামে একত্রি হবে না। অর্থাৎ, কাফির তো নিশ্চিত ভাবে দোযখে যাবে, আর তার হত্যাকারী মুসলমান মুজাহিদ জান্নাতে যাবে।

— মুসলিম, ১/১৩৭।

জিহাদে বের হওয়ার সময় নিয়্যাত করা

☞ **প্রশ্ন ঃ** নামায-রোযার মতো জিহাদে যাওয়ার পূর্বে নিয়্যাত করা চাই কিনা ? নিয়্যাত করতে হলে কিভাবে নিয়্যাত করবে ?

✍ **উত্তর ঃ** জিহাদে বের হওয়ার সময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এর সন্তুষ্টি এবং তাঁর দ্বীনের বিজয় ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করার নিয়্যাত করা চাই। নিজকে বীর ও বড় মুজাহিদ প্রমাণ করার কিংবা জান-সম্পদ অর্জনের নিয়্যাত আদৌ থাকা চাই না। — মুসলিম শরীফ ঃ ২/১৪০।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

তালীমুল জিহাদ
দ্বিতীয় খণ্ড

শহীদের প্রকারভেদ

☞ **প্রশ্ন ঃ** শহীদ একটি পবিত্র শব্দ। এর প্রকার জানা জরুরী। তাই জানাবেন শহীদ কয় প্রকার হতে পারে?

✍ **উত্তর ঃ** শহীদ দুই প্রকার। যথা ঃ ১. হাকীকী শহীদ। ২. হুকমী শহীদ।

হাকীকী শহীদ হলো সেসব খোশ-নসীব মুসলমান, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এবং ইসলামের বাণীকে বুলন্দ করার জন্য ইচ্ছাকৃত জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। আর শহীদে হুকমী দুই প্রকার। যথা ঃ ১. পরকালীন হুকুমের ভিত্তিতে শহীদ, ২. দুনিয়াবী হুকুমের ভিত্তিতে শহীদ। — মুখতাসারুল কুদূরী ঃ পৃ-৩৮।

শহীদের দুনিয়াবী হুকুম

☞ **প্রশ্ন ঃ** হাকীকী শহীদের ব্যাপারে দুনিয়াবী কোন হুকুম আছে কিনা?

✍ **উত্তর ঃ** শহীদের দুনিয়াবী হুকুম হলো, তাঁকে গোসল দেয়া হবে না। বরং তার রক্তাক্ত পোশাকেই জানাযা পড়ে দাফন করা হবে। হ্যাঁ, শাহাদাতের সময় যদি নাপাক থাকে কিংবা সে ছোট বাচ্চা হয় অথবা আহত হওয়ার পর পানাহার করে তথা কোন কিছু খায় বা পান করে কিংবা কোন অসিয়্যাত করে অথবা হুঁশ থাকা অবস্থায় এক ওয়াক্ত নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় কিংবা তাঁকে জিহাদের ময়দান থেকে জীবিত

স্থানান্তর করা হয়, তাহলে উল্লেখিত সকল অবস্থায় তাকে গোসলও দেয়া হবে। — মুখতাসারুল কুদূরী ঃ পৃ-৩৮।

হুযূর (সা.) কর্তৃক শহীদদের জানাযা

☞ **প্রশ্ন ঃ** হুযূরে আকরাম (সা.) কি শহীদদের জানাযার নামায পড়িয়েছেন ?

✍ **উত্তর ঃ** জ্বী-হ্যাঁ, হুযূর (সা.) শুহাদায়ে কিরামের নামাযে জানাযা পড়িয়েছেন। হযরত উকবা বিন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, হুযূর (সা.) শুহাদায়ে উহুদ এর নামাযে জানাযা পড়িয়েছেন। — বুখারী ঃ ১/১৭৯।

নিজের সম্পদ হিফাজত করতে মারা গেলে

☞ **প্রশ্ন ঃ** যদি কোন ব্যক্তি নিজের জান-মাল রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায়, তাহলে কি সে শহীদ হবে ?

✍ **উত্তর ঃ** জ্বী-হ্যাঁ। এমন ব্যক্তিও শহীদ হবে। হুযূরে আকরাম (সা.) ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি নিজের মাল বাঁচাতে গিয়ে নিহত হলে সে শহীদ। আর যে ব্যক্তি নিজের জান বাঁচাতে নিহত হয়, সেও শহীদ। (এমনিভাবে) যে ব্যক্তি নিজের সন্তান-সন্ততির হিফাজত করতে গিয়ে মারা যাবে, সেও শহীদ। —তিরমিযী ঃ ১/২৬১।

আরেকটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন জালিম থেকে নিজের হক ফিরে নিতে মারা যাবে, সেও শহীদ। — নাসায়ী ঃ ২/১৭২।

মালে গনীমত বন্টনের পদ্ধতি

☞ **প্রশ্ন ঃ** গনীমতের মাল তথা যুদ্ধের ময়দানে প্রাপ্ত সম্পদ কিভাবে বণ্টন করা হবে ?

✍ **উত্তর ঃ** মালে গনীমত জমা করে পাঁচ ভাগ করা হবে। এক ভাগ বাইতুল মালের জন্য থাকবে, যাকে খুমুছ বলে। এই পঞ্চমাংশ ইসলামী সরকার বা কেন্দ্রের মর্জি মতো ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির এবং এ ধরনের অন্যান্য খাতে ব্যয় করা হবে। আর অবশিষ্ট চার ভাগ মুজাহিদীনে কিরামের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে। — শামী ঃ ৬/২৩৭।

অন্যান্য কাজে মশগুল মুজাহিদের গনীমত প্রাপ্তি

☞ **প্রশ্ন ঃ** ইসলামী বাহিনীর যেসব সদস্য জিহাদ ছাড়া অন্যান্য কাজে নিয়োজিত থাকে, যেমন— রান্নাবান্না করা, জিহাদের ঘোড়ার দেখাশুনা করা অথবা যুদ্ধের শেষের দিকে রিজার্ভ ফৌজ হিসাবে যুদ্ধরত সৈন্য বাহিনীর সাথে মিলিত হলো; এঁরা গনীমতের মালের হিস্‌সা পাবে কি না ?

✍ **উত্তর ঃ** হ্যাঁ। উল্লেখিত সকল শ্রেণীও গনীমতের মালের হকদার হবে। কেননা এঁরাও যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত। যুদ্ধের বিভিন্ন প্রয়োজনে একজনকে এক এক কাজে লাগানো হয়। তাই সবাই গনীমতের হকদার হবে। —মুখতাসারুল কুদূরীর টীকা; পৃ-২৩৬; বহাওয়ালায়ে আল-জাওহারাতুন্ নাইয়িরা।

বেতনভুক্ত মুজাহিদরা গনীমত পাবে

☞ **প্রশ্ন ঃ** যদি ইসলামী বাহিনীর মুজাহিদীনকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে মাসিক বেতন বা সম্মানী দেয়া হয়, তাহলে তারা গনীমতের মালের হকদার হবেন কিনা ?

✍ **উত্তর ঃ** জ্বী-হ্যাঁ! এঁরাও গনীমতের মালের হকদার হবেন।

মুজাহিদ বাহিনীর সাথে শরীক মহিলা, শিশু ও সংখ্যালঘুর হুকুম

☞ **প্রশ্ন ঃ** অনেক সময় ইসলামী বাহিনীতে মহিলা, শিশু কিংবা জিম্মী তথা সংখ্যালঘুরাও শরীক হতে পারে, তখন উল্লেখিত শ্রেণী গনীমতের মালের অংশ পাবে কিনা ?

✍ **উত্তর ঃ** এরা নিয়মতান্ত্রিক হিস্‌সা তো পাবে না, তবে তাদেরকে গনীমতের মাল থেকে হাদিয়া স্বরূপ কিছু দেয়া হবে। — শামী ঃ ৬/২৩৫, নতুন সংস্করণ, দারুল মা'আরিফ লাইব্রেরী কৃত।

মুজাহিদ বাহিনীর আমীর কর্তৃক গনীমত ছাড়া অন্য কোন পুরস্কার

☞ **প্রশ্ন ঃ** আমীরে মুজাহিদীন তথা কমান্ডার সাহেবের জন্য এমন সুযোগ আছে কিনা যে, তিনি কোন অবদানের জন্য গনীমতের মাল থেকেই কোন বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা দিবেন ? যেমন কোন মুজাহিদ ভালো কাজ করলো কিংবা বিশেষ অপারেশন সফল করলো এর প্রেক্ষিতে তিনি (আমীর) বিশেষ পুরস্কার দিলেন। এটা জায়িয হবে কিনা ?

✍ **উত্তর ঃ** হ্যাঁ! এ ধরনের পুরস্কার দেয়া জায়িয আছে। উৎসাহ দেয়ার জন্য কিংবা পুরস্কৃত করার জন্য আমীরকে অবশ্যই এ ধরনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। খোদ প্রিয়নবী (সা.) এক জিহাদে ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি যে কাফিরকে হত্যা করবে, তার কাছে প্রাপ্ত সকল অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সে পাবে।

— বুখারী শরীফ ঃ ২/৬১৮; আবু দাউদ শরীফ ঃ ২/১৬।

এমনিভাবে মহানবী (সা.) কোন কোন সাহাবী (রা.)-কে যুদ্ধের পর বিশেষ পুরস্কারও দিয়েছেন যা মালে গনীমত ব্যতীত ছিলো। মালে গনীমত থেকে ভিন্ন পুরস্কারকে 'নাফাল' বলা হয়। —শামী ঃ ৬/২৪২।

গুলুল এবং তার হুকুম

☞ **প্রশ্ন ঃ** গুলুল বলতে কি বুঝায় ? এর শরয়ী বিধান কি ?

✍ **উত্তর ঃ** মালে গনীমতে খিয়ানতকে গুলুল বলে। ইসলামে এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী এসেছে। এটি বড় অপরাধ ও মারাত্মক গুনাহ।

— বুখারী ঃ ১/৪৩২।

নবীজী (সা.) এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন এবং মালে গনীমতে সামান্যতম খিয়ানতের জন্য জাহান্নামের হুমকী দিয়েছেন। — ইবনে মাজাহ; পৃ-২০৪। এ ধরনের অপরাধের দরুণ হযরত (সা.) এক ব্যক্তির জানাযায় শরীক হননি। —আবু দাউদ ঃ ২/১৪; নাসায়ী ১/২৭৮; ইবনে মাজাহ ; পৃ-২০৪।

এ জন্য জরুরী হলো, সমস্ত মালে গনীমত এক স্থানে জমা করবে। এরপর আমীর সাহেব তা মুজাহিদীনে কিরামের মাঝে শরী'আত মুতাবিক বণ্টন করে দিবেন। বণ্টনের পূর্বে কোন মুজাহিদ একটি সুই কিংবা একটি জুতার ফিতাও নিজের কাছে রাখবে না, যাতে জিহাদের আমলে কোন রকম ত্রুটি না আসে।

মুজাহিদীনে কিরামের ইজতিমায়ী মালের ব্যাপারেও একই হুকুম। এতেও কোন প্রকার খিয়ানত করবে না। তবে যুদ্ধ চলার সময় পানাহারের বস্তু, জানোয়ারের খাবার, জ্বালানি কাঠ, অস্ত্র-শস্ত্র, ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ তেল ইত্যাদি জরুরত পরিমাণ ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে। এসব ব্যবহারে কোন ক্ষতি নেই। তবে প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পর উদ্বৃতটুকুও গনীমতের মালের মধ্যে পৌঁছে দিবে। —শামী ঃ ৬/২২৯।

কাফিরদের সাথে সন্ধির হুকুম

☞ **প্রশ্ন ঃ** যুদ্ধ কৌশলের নাম। অনেক সময় যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের সাথে সন্ধি করতে হয়; এ ধরনের সন্ধির ব্যাপারে শরয়ী হুকুম কি ?

✍ **উত্তর ঃ** যদি সন্ধি মুসলমানদের জন্য লাভজনক হয়, তাহলে কাফিরদের সাথে সন্ধি করা জায়িয আছে, যদিও তা মালের বিনিময়ে হোক না কেন। কিন্তু সন্ধি যদি মুসলমানদের জন্য অকল্যাণকর হয়, তাহলে সন্ধি করা জায়িয নেই। —ফাতহুল কাদীর ঃ ৫/২০৪; আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী কৃত ঃ ২/৪২৭।

কাফিররা সন্ধি ভঙ্গ করলে যুদ্ধের বিধান

☞ **প্রশ্ন ঃ** কাফির নেতৃবৃন্দ সন্ধি করার পর যদি খিয়ানত তথা সন্ধি ভঙ্গ করে, তাহলে সন্ধি ভঙ্গ করার ঘোষণা ব্যতীত মুসলিম বাহিনী তাদের উপর আক্রমণ চালাতে পারবে কিনা ?

✍ **উত্তর ঃ** জ্বী-হ্যাঁ! যদি কাফির নেতৃবৃন্দ সন্ধি করার পর ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং সন্ধির শর্তাবলী না মানে, তাহলে সন্ধি বাতিলের ঘোষণা করা ব্যতীতই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে নিষেধ নেই। কেননা তারাই তো নিজেদের কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রথমে চুক্তি ভঙ্গ করেছে। এখন

যেহেতু চুক্তি অবশিষ্ট নেই, তাই চুক্তি ভঙ্গের এলানের প্রয়োজনও নেই। খোদ নবী করীম (সা.) মক্কার মুশরিকদের ওয়াদা ভঙ্গ ও খিয়ানতের পর মক্কায় সৈন্য প্রেরণ করেন। কারণ মুশরিকীনে মক্কা সন্ধির শর্তাবলী নিজেরাই ভেঙ্গে ফেলেছিলো। — সীরাতে ইবনে হিশাম ঃ ৪/৪২।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কাফিরকে হত্যার বিধান

☞ **প্রশ্ন ঃ** আন্তর্জাতিক যুদ্ধ নীতিতে রয়েছে, যুদ্ধ চলাকালে কাকে হত্যা করা যাবে, কাকে যাবে না। ইসলামে এ ধরনের নীতি আছে কিনা? ইসলামের বিধানে যুদ্ধকালীন সময়ে কাদেরকে হত্যা না করা চাই?

✍ **উত্তর ঃ** যুদ্ধকালীন সময়ে এমন লোকদেরকে হত্যা না করা চাই, যাদের সাথে যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নেই। হুযূর আকরাম (সা.) নারী, শিশু এবং জরাগ্রস্ত বৃদ্ধদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।ঃ —বুখারী শরীফ ঃ ১/৪২৩।

মুখাপেক্ষি, অন্ধ ও পাগলকেও হত্যা না করা চাই। এমনিভাবে নির্জনবাসী লোক যারা জনসমাজ থেকে একেবারে দূরে থাকে, তাদেরকেও হত্যা না করা চাই। —তালখীসুল হাবীর ঃ ৪/১০৩।

দেখুন, ইসলামী আইনে মানবাধিকারের প্রতি কতোটুকু খেয়াল রাখা হয়েছে। মুসলমানদেরকে নিজেদের দুশমনদেরকেও ব্যাপাকভাবে হত্যা করার অনুমতি দেয়া হয়নি। অথচ ইতিহাস ও সমসাময়িক ঘটনাবলী উজ্জ্বল সাক্ষী যে, কাফিররা মুসলমানদেরকে তথা তাদের প্রতিপক্ষকে নির্বিচারে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তাদের হাতে মাসুম বাচ্চারাও নিরাপদ নয়, এমনকি পর্দানশীল ও ঘরকুনো অবলা নারীরাও তাদের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ ও জুলুমের শিকার হয়েছে করুণভাবে।

মাজুর ব্যক্তি কোনভাবে যুদ্ধের সহায়ক হলে তার হুকুম

☞ **প্রশ্ন ঃ** যদি কোন মহিলা, বৃদ্ধ কিংবা শারীরিক প্রতিবন্ধী কোনভাবে যুদ্ধে শরীক হয়ে যায়, যেমন পরামর্শ দিলো, গোয়েন্দাবৃত্তি

করলো কিংবা তারা কাফিরদের নেতৃস্থানীয়, তখন তাদের বেলায় শরী'আতের হুকুম কি ?

✍ **উত্তর ঃ** উল্লেখিত অবস্থায় তাদেরকে হত্যা করা জায়িয হবে। অর্থাৎ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তারাও হামলার টার্গেট হবে।

— ফাতহুল কাদীর ঃ ৫/২০৩।

শত্রুদের যোদ্ধারা গ্রেফতার হলে তার হুকুম

☞ **প্রশ্ন ঃ** শত্রু পক্ষের কোন লড়াকু মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হলে তার ব্যাপারে শরী'আতের হুকুম কি ?

✍ **উত্তর ঃ** তাদের আযাদ করে সংখ্যা লঘু করে রাখা, গোলাম বানিয়ে রাখা, হত্যা করে ফেলা কিংবা তাদের বিনিময়ে মুসলিম বন্দী বিনিময় করা এ সবগুলোর যে কোন একটি করা জায়িয আছে। —তাফসীরে কাবীর, ইমাম রাযী কৃত ঃ ১০/৩৮।

যুদ্ধ বন্দীদের সাথে আচরণ

☞ **প্রশ্ন ঃ** পৃথিবীর খ্যাতনামা যোদ্ধাদের কর্তৃক যুদ্ধ বন্দীদের সাথে বিভিন্ন রকমের অমানবিক আচরণের কথা বর্ণিত রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ বন্দীদের সাথে কিরূপ আচরণ করা চাই ?

✍ **উত্তর ঃ** যুদ্ধ বন্দীদের সাথে ভালো আচরণ করা ইসলামের অন্যতম আদর্শিক দিক। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দীদের মধ্যে এক ব্যক্তি হলেন আবু আজীজ। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধে আমি মুসলমানদের হাতে বন্দী হই। হুযূর (সা.) বন্দীদের সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিলেন। আমি কিছু আনসারী লোকের হাতে ছিলাম। তারা দুপুরের ও রাতের খানার সময় রুটি ও খেজুর আনতো। তারা খেতো খেজুর (যা তাদের কাছে নিম্নমানের) আর আমাকে খেতে দিতো রুটি (যা তাদের কাছে ছিলো উন্নত মানের খানা)। আর তা এজন্য যে, নবীজী (সা.) কয়েদীদের সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

— মু'জামে কাবীর ঃ ২২/৩৯৩।

মুসলা (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন) করার বিধান

☞ **প্রশ্ন ঃ** মুসলা কাকে বলে ? ইসলামের দৃষ্টিতে এর বিধান কি ?

✍ **উত্তর ঃ** লাশের চেহারা-সূরত বিকৃত করা তথা তার নাক, কান ইত্যাদি কাটাকে 'মুসলা' বলে। হুযূর (সা.) মুসলা করতে নিষেধ করেছেন। — বুখারী শরীফ ঃ ১/৩৩৬ ও ২/৮২৯।

কাফিররা মুসলমানদেরকে মানব ঢাল বানালে করণীয়

☞ **প্রশ্ন ঃ** যদি কাফিররা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসে এবং কিছু মুসলমানকে ধরে নিয়ে মানব ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে, তখন শরী'আতের বিধান কি ? সে সময় কি কাফিরদের উপর গোলাগুলি, তীর নিক্ষেপ কিংবা অন্য কোন হামলা করা যাবে ?

✍ **উত্তর ঃ** উল্লেখিত অবস্থায় মুসলমানরা কাফিরদের আক্রমণের যথাযথ জবাব দিবে। তীরান্দাজী ও হামলার সময় কাফিরদের নিয়্যাত করবে, মুসলমান ভাইদের নয়। মানব ঢাল হওয়া মজলুম মুসলমান ভাইরা শহীদ হিসাবে গণ্য হবে।

এমনিভাবে মুসলমানরা যদি প্রাথমিকভাবেই কোন কাফির এলাকায় হামলা করে বসে এবং তখনও কাফিররা সেখানকার মুসলমানদেরকে মানব ঢাল বানায়, তাহলেও শরী'আতের একই বিধান।—ফাতহুল কাদীর ঃ ৫/১৯৮।

ইসলামে জা'মাআত বদ্ধতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

☞ **প্রশ্ন ঃ** ইসলাম বিভিন্ন স্থানে জামা'আত বদ্ধভাবে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছে। এই জামা'আত বদ্ধতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কি ?

✍ **উত্তর ঃ** জ্বী-হ্যাঁ! ইসলাম অধিকাংশ দ্বীনী ও পার্থিক কাজে জামা'আত বদ্ধতার প্রতি জোর তাকীদ দিয়েছে। হুযূরে আকরাম (সা.) ইরশাদ করেন— যখন তিনজন মানুষ সফরে বের হবে, তখন তাদের উচিত একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়া। —আবু দাউদ শরীফ ঃ ১/৩৯৮।

অপর একটি রিওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি চায় যে সে জান্নাতে মধ্যস্থলে (সর্বোচ্চ স্থানে) তার ঘর বানিয়ে নিক, সে যেন জামা'আতকে অত্যাবশ্যক মনে করে। কেননা শয়তান একজন মানুষের সাথে থাকে, আর সে দু'জন থেকে দূরে সরে যায়।

জামা'আত বদ্ধতার ব্যাপারে নবীজী (সা.)-এর বিশেষ নির্দেশ

☞ **প্রশ্ন ঃ** হাদীসে তো অনেক কাজের আদেশ-নিষেধ রয়েছে। নবীজী (সা.) কি একান্তভাবে জামা'আত বদ্ধতার কথা বলেছেন ?

✍ **উত্তর ঃ** জ্বী-হ্যাঁ! হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন—আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বস্তুর নির্দেশ দিচ্ছি, যে পাঁচটির নির্দেশ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দিয়েছেন। যথা ঃ (১) জামা'আত বদ্ধতার। (২) বিধানাবলীকে ভালোভাবে শোনার। (৩) আনুগত্যের। (৪) হিজরাতের। (৫) জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর।—মুসনাদে আহমাদ ঃ ৫/১৫৫। উল্লেখ্য এই হাদীসে রীতিমতো নির্দেশ শব্দটি রয়েছে।

সম্মিলিত কাজের জিম্মাদারের সাথে আচরণ

☞ **প্রশ্ন ঃ** মুসলমানদের সম্মিলিত কাজের জিম্মাদারের সাথে কিরূপ আচরণ করা চাই?

✍ **উত্তর ঃ** সম্মিলিত কাজের জিম্মাদারের সব সময় অনুসরণ করা চাই, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর নাফরমানীর হুকুম না করে। হ্যাঁ, যখন তারা আল্লাহর নাফরমানীর হুকুম দিবে, তখন 'খালিককে নারাজ করে মাখলুকের ইতা'আত করা জায়িয নেই।' ইবনে আবী শাইবা ঃ ৬/৫৪৯। (১)

---

(١) اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْأِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْبِمَعْصِيَةٍ وَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ - بخارى ١٠٥٧/٢، ومسلم ١٣٥/٢ وفى رواية المسلم لَا طَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ مسلم ١٢٥/٢

জিম্মাদারগণ যতোক্ষণ শরী'আতের খিলাফ হুকুম না দিবে, ততোক্ষণ তাদের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে। কেননা তাদের ব্যতিরেকে না সম্মিলিত জিন্দেগী পাওয়া যাবে, না পাওয়া যাবে বরকত! সাথে সাথে জিম্মাদারদের সফলতা কামনা করতে হবে সব সময়। হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন, তিনটি বস্তু থাকলে মুসলমানের অন্তরে খিয়ানত, হিংসা ও পরশ্রী কাতরতা সৃষ্টি হতে পারে না। যথা ঃ ১. প্রত্যেক কাজ স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা। ২. নিজেদের (সম্মিলিত কাজের) জিম্মাদারদের সাথে হিতাকাংখীতামূলক আচরণ করা। ৩. জামা'আতের সাথে জুড়ে থাকা; জামা'আতের সদস্যদের দু'আসমূহ তার হিফাজত করবে।

— 'আল-মুজামুল আওসাত ঃ ৫/৩৬৩; ইবনে মাজাহ শরীফ ঃ ১/১৫১; মাজ মাউজ যাওয়ায়িদ ঃ ১০/৪৩২।

জিযিয়ার সংজ্ঞা

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিযিয়া বলতে কি বুঝায়? একটু বিস্তারিত বলুন।

✍ **উত্তর ঃ** ইসলামের পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি এ নির্দেশ রয়েছে যে, তারা এমন কোন গোত্রের কাছে যাবে, যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি। তাদেরকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিবে, যদি তারা ইসলাম কবুল করে, তাহলে তারা আমাদের ভাই। ইসলাম তাদের পিছনের সকল গুনাহ্ মাফ করে দিবে। এখন তাদের সে সকল হক হাসিল হবে, যা পূর্ববর্তী মুসলমানদের রয়েছে। নতুন আর পুরাতন মুসলমানদের মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না।

কিন্তু যদি তারা ইসলাম কবুল করতে সম্মত না হয়, তাহলে তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাকে বার্ষিক একটি চাঁদা দিতে হবে ইসলামী হুকুমতকে এবং থাকতে হবে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন হয়ে; এই চুক্তির পর তাদের জান, মাল, ইজ্জত আব্রুর হিফাজতের দায়িত্ব সম্পূর্ণ মুসলমানদের উপর এসে যাবে। এসব লোক যে বিশেষ ধরনের ট্যাক্স দিবে, এই ট্যাক্সকে জিযিয়া বলা হয়। —আল-বাহরুর রায়িক ঃ ৫/১১০।

জিযিয়া দানকারী অমুসলিমদের নাম

☞ **প্রশ্ন ঃ** সেসব অমুসলিম, যারা জিযিয়া দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে বসবাস করে, তাদেরকে কি বলা হয় ?

✍ **উত্তর ঃ** এ ধরনের অমুসলিমদেরকে জিম্মি বলে। মুসলমানদের উপর তাদের প্রতি ভালো ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। তাদের উপর কোন প্রকার জুলুম-নির্যাতন ও বাড়াবাড়ি করা আদৌ জায়িয নেই। তবে তাদের ও মুসলমানদের পার্থক্য করার জন্য ইসলামী হুকুমত কিছু বিশেষ কানুন নির্ধারণ করে দিবে। — আল-রাহরুর রায়িক ঃ ৫/১১০।

যে ধরনের জিম্মি থেকে জিযিয়া নেয়া হবে

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিম্মিদের মধ্যে তো বিভিন্ন শ্রেণীর লোক থাকবে। সকল শ্রেণীর লোক থেকে কি জিযিয়া নেয়া হবে ?

✍ **উত্তর ঃ** জ্বী-না! শিশু, মহিলা, ক্রীতদাস, বিকলাঙ্গ, অন্ধ, কামাই রোযগারে অক্ষম, সমাজ বিমুখ-বৈরাগী থেকে জিযিয়া নেয়া হবে না।
— ফাতহুল কাদীর ঃ ৫/১৯৩; শামী ঃ ৬/৩০৯।

জিম্মি মুসলমান হলে জিযিয়ার বিধান

☞ **প্রশ্ন ঃ** এক ব্যক্তি পূর্বে জিম্মি ছিলো। ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের আচার-আচরণ দেখে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হয়ে গেছে। মুসলমান হওয়ার পরও কি তার উপর জিযিয়া বহাল থাকবে?

✍ **উত্তর ঃ** জ্বী-না! মুসলমান হওয়ার সাথে সাথেই তার উপর থেকে জিযিয়া দেয়ার বিধান রহিত হয়ে যাবে।

কোন কাফির কোনটাতে সম্মত না হয়

☞ **প্রশ্ন ঃ** কোন কাফির যদি জিযিয়া দিতে সম্মত না হয় কিংবা সে ইসলাম কবুল করতে রাজী না থাকে, তাহলে তখন শরয়ী বিধান কি ?

✍ **উত্তর ঃ** এ ধরনের কাফিরের সাথে যুদ্ধ করা হবে। এটাই ইসলামের হুকুম। সাহাবায়ে কিরামের পদ্ধতি ছিলো এটিই। সর্বপ্রথম

তাঁরা বিরুদ্ধপক্ষকে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দিতেন। এরপর জিযিয়া দিতে সম্মত করার চেষ্টা করতেন। কেউ এতদুভয়ের যে কোনটিতে সম্মত না হলে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করতেন। — ফাতহুল কাদীর ঃ ৫/১৯৭।

হ্যাঁ, যদি কাফিরগোষ্ঠী প্রথমেই মুসলমানদের উপর হামলা করে বসে আর মুসলমানরা তা প্রতিহত করে, তাহলে তখন দাওয়াত ও জিযিয়ার পথ রুদ্ধ; তখন শুধু চলবে জিহাদ আর জিহাদ। কেননা এ ধরনের সময়ে জিহাদে অবহেলা কিংবা দেরি করা মুসলমানদের জন্য আত্মঘাতী বিষয়ে পরিণত হবে।

এমনিভাবে যদি মুসলমানরা এমন গোত্রের উপর হামলা করে বসে, যাদের কাছে পূর্বেই ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে, হামলার পূর্বে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব, জরুরী নয়। — দেখুন তিরমিযী শরীফ ঃ ১/২৮২।

যুদ্ধের ময়দানে কুরআন মজীদ সাথে নেয়া

☞ **প্রশ্ন ঃ** অনেকে যুদ্ধের ময়দানে কুরআনে কারীম সাথে নিয়ে যায়। এমনটি জায়িয কিনা জানাবেন।

✍ **উত্তর ঃ** যদি কুরআন শরীফের বেইজ্জতী হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে যুদ্ধের ময়দানে কুরআন শরীফ না নেয়া চাই। কেননা নবীজী (সা.) এমতাবস্থায় তা মানা করেছেন। — আবু দাউদ শরীফ ঃ ১/৩৫৮।

মুরতাদের সংজ্ঞা

☞ **প্রশ্ন ঃ** কোন্ শ্রেণীর লোককে মুরতাদ বলে ?

✍ **উত্তর ঃ** এমন মুসলমানকে মুরতাদ বলে, যে (নাউজুবিল্লাহ) ইসলাম ধর্ম থেকে ফিরে গেছে। — শামী ঃ ৬/৩৪২।

মুরতাদের হুকুম

☞ **প্রশ্ন ঃ** কোন মুসলমান (নাউজুবিল্লাহ) মুরতাদ হয়ে গেলে তার ব্যাপারে শরয়ী বিধান কি ?

✍ **উত্তর ঃ** যে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যাবে, তার সামনে ইসলাম পেশ

করা হবে। সাথে সাথে ইসলাম সম্পর্কে তার কোন সন্দেহ ও অস্পষ্টতা থাকলে তা দূর করার চেষ্টা-কুশেশ করা হবে। অতঃপর যদি সে অবকাশ চায়, তাহলে ইসলামী হুকুমাত তাকে তিন দিন কয়েদ করে রাখবে। এরপর যদি সে পুনরায় ইসলাম কবুল করে, তাহলে খুবই ভালো। অন্যথায় ইসলামী হুকুমতের নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে তাকে কতল করে দেয়া হবে। — ফাতহুল কাদীর ঃ ৫/৩০৮।

হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন—যে দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, তাকে কতল করে দাও। — বুখারী শরীফ ঃ ২/১০২৩।

যুদ্ধকালীন সময়ে দু'আ বেশী কবুল হয়

☞ **প্রশ্ন ঃ** মুজাহিদীনে কিরাম ইসলাম বিরোধীদের সাথে জিহাদে মশগুল, এ সময় কি দু'আ বেশী কবুল হয় ?

✍ **উত্তর ঃ** হ্যাঁ! নিঃসন্দেহে জিহাদ চলাকালীন অবস্থায় মুজাহিদীনে কিরামের দু'আ বেশী কবুল হয়। হযরত সাহ্‌ল বিন সাদ (রা.) বলেন-দু'টি সময় এমন রয়েছে, যখন আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। সে সময় এমন কম দু'আই রয়েছে, যা কবুল হয় না। ১. সে সময় যখন জিহাদের ডাকে লোকেরা জমায়েত হয়। ২. যখন আল্লাহর রাহে (মুজাহিদবৃন্দ) সারিবদ্ধ হয়। — আল-আদাবুল মুফরাদ ইমাম বুখারী (রহ.) কৃত পৃ-১৮৪। কিছু বর্ণনাতে তো এমনও রয়েছে যে, জিহাদ চলাকালীন সময়ে মুজাহিদীনে কিরামের দু'আ নবী-আম্বিয়া (আ.)-এর দু'আর মতো কবুল হয়। — কানযুল উম্মাল ঃ ৪/১৩৫।

শত্রুদের এলাকায় প্রবেশের সময় মাসনূন দু'আ

☞ **প্রশ্ন ঃ** মুজাহিদ বাহিনী শত্রুদের এলাকায় প্রবেশ করবে, তখন কোন মাসনূন দু'আ আছে কিনা ?

✍ **উত্তর ঃ** যখন মুসলমান লশকর দুমশনদের শহরে বা বসতির নিকটবর্তী হবে, তখন মুজাহিদীনকে (বা তাদের আমীরকে) বলা চাই—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ

অর্থ ঃ আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়; আল্লাহ্ করুন, ধ্বংস হয়ে যাক। শূন্য স্থানে নির্দিষ্ট শহর বা এলাকাটির নাম উচ্চারণ করবে। এরপর তিনবার নিম্নোক্ত দু'আটি পড়বে।

اِنَّآ اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ - صحيح البخارى : ٤١٤/١ ـ

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমরা কোন (দুশমন) জাতির ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছি; সুতরাং যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিলো, তাদের সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ।

যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় আমীরের জন্য মাসনূন দু'আ

☞ **প্রশ্ন ঃ** যখন মুজাহিদীন দুশমনের সাথে মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তখন মুজাহিদীনে কিরাম ও আমীরে মুজাহিদের জন্য কোন্ দু'আ পড়া মাসনূন ?

✍ **উত্তর ঃ** যখন মুজাহিদীন দুশমনের সাথে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তখন আমীরে মুজাহিদ এর জন্য উচিত, মুজাহিদের সামনে একটি বক্তৃতা প্রদান করা, যাতে তাদের দৃঢ়তার সাথে থাকার কথা বলা হবে এবং বুঝানো হবে জিহাদের বিভিন্ন আদব। সাথে সবাই এই দু'আটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ مُنَزِّلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ـ بخارى ٤١٦/١ ـ ومسلم ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! হে কিতাব নাযিলকারী, হে মেঘমালাকে পরিচালনাকারী, হে সৈন্য বাহিনীকে পরাজয় দানকারী, এই দুশমনদেরকে পরাজিত করে দাও এবং তাদের মুকাবিলায় আমাদের উপর মদদ করো। — বুখারী ঃ ১/৪১৬।

হামলা করার সময় মাসনূন দু'আ

☞ **প্রশ্ন ঃ** দুশমনের উপর হামলা করার সময় কোন্ দু'আ পড়তে হবে ?

✍ **উত্তর ঃ** এই দু'আটি পড়া সুন্নাত—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِىْ وَنَصِيْرِىْ بِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ - ابو داؤد - ١/ ٣٦٠

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমার সাহায্যকারী ও মদদগার। আমি আপনার মদদে পরিকল্পনা করি, আপনার মদদে হামলা করি এবং আপনার মদদে জিহাদ করি। — আবু দাউদ ঃ ১/৩৬০।

কাফিররা মুসলমানদের ঘিরে ফেললে যে দু'আ পড়া সুন্নাত

☞ **প্রশ্ন ঃ** যদি দুশমনরা মুসলমানদেরকে ঘেরাও করে ফেলে, তখন কি দু'আ পড়া চাই ?

✍ **উত্তর ঃ** যদি দুশমনরা মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলে তাহলে এই দু'আ পড়বে —

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا - مسند احمد ٣/ ٣٦٩ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্! তুমি আমাদের দুর্বলতাকে ঢেকে দাও এবং আমাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তার মাধ্যমে পাল্টে দাও।
— মুসনাদে আহমাদ ঃ ৩/৩৬৯।

শত্রুর পক্ষ থেকে হঠাৎ হামলার আশংকার সময় মাসনূন দু'আ

☞ **প্রশ্ন ঃ** শত্রুর পক্ষ থেকে হঠাৎ হামলার আশংকা দেখা দিলে তখন কোন্ দু'আ পড়তে হবে ?

✍ **উত্তর ঃ** এ সময় নিম্নোক্ত দু'আটি পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ ۔

ابو داؤد - ١/٢٢٣۔

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! দুশমনদের মুকাবিলায় আমরা আপনাকে পেশ করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি।
— আবু দাউদ ঃ ১/২২৩।

আহত হলে যে দু'আ পড়বে

☞ **প্রশ্ন ঃ** কোন মুজাহিদ জিহাদের ময়দানে আহত হলে সে তখন কোন্ দু'আ পড়বে?

✍ **উত্তর ঃ** আহত হলে বিসমিল্লাহ পড়া চাই। — হিসনে হাসীন ঃ পৃ-১৯২।

জিহাদের সফর থেকে ফেরার সময়ের দু'আ

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদের সফর শেষে ফেরার সময় কোন্ দু'আ পড়া সুন্নাত?

✍ **উত্তর ঃ** জিহাদের সফর থেকে ফেরার সময় মুজাহিদ কোন উঁচু স্থানে উঠবে। এরপর তিনবার আল্লাহু আকবার বলার পর নিম্নোক্ত দু'আটি পড়বে —

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٍ ۔ اٰئِبُوْنَ ، تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ ۔ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ۔ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ -

بخارى ١/٢٤٢ ۔

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা। আর তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

আমরা (জিহাদের সফর থেকে) ফিরে এসেছি, আমরা তাওবাকারী, (নিজ প্রভুর) ইবাদতকারী, (তাঁকে) সিজদাকারী, আমাদের রবের প্রশংসাকারী।

আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অঙ্গীকার সত্যে রূপান্তর করেছেন এবং মদদ করেছেন স্বীয় বান্দাকে। আর একাকী দুশমনদের সৈন্য বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। —বুখারী শরীফ ঃ ১/২৪২।

নিজ শহরের কাছে আসলে মাসনূন দু'আ

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদ থেকে ফেরার সময় যখন মুজাহিদীনে কিরাম নিজেদের শহরের কাছাকাছি পৌঁছেন, তখন কোন্ দু'আ মাসনূন ?

✍ **উত্তর ঃ** তখন নিম্নোক্ত দু'আটি পড়বে—

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ - بخارى ١/ ٤٣٤ ـ

অর্থ ঃ আমরা (জিহাদের সফর থেকে) ফিরে এসেছি, আমরা তাওবাকারী (নিজ প্রভুর) ইবাদতকারী, আমাদের রবের প্রশংসাকারী।

আল্লাহ্ তা'আলা তার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রু বাহিনীকে একাই পরাজিত করেছেন। — বুখারী শরীফ ঃ ১/৪৩৯।

নওমুসলিমকে প্রথম কোন্ দু'আটি শেখানো চাই

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদের সফরে যেসব অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করবে, তাদেরকে সর্বপ্রথম কোন্ দু'আটি শেখানো চাই ?

✍ **উত্তর ঃ** নিম্নোক্ত দু'আটি—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِى - مسلم ٢/ ٣٤٥ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে মাফ করে দাও, আমার উপর রহম করো, আমাকে হিদায়াত দান করো এবং আমাকে রিযিক দান করো। — মুসলিম শরীফ ঃ ২/৩৪৫।

নবীজী (সা.) প্রেরিত সর্বশেষ কাফেলা ও তার দলপতি

☞ **প্রশ্ন ঃ** মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) স্বীয় জিন্দেগীতে সর্বশেষ কোথায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করেন? এ যুদ্ধে সেনাপতি কে ছিলেন?

✍ **উত্তর ঃ** হুযূরে আকরাম (সা.) স্বীয় ইন্তিকালের কয়েক দিন পূর্বে অসুস্থ অবস্থায়ই সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের সীমান্তের খবরাখবর শুনে জঙ্গে রোম তথা রোমানদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। কেননা ইয়ামামাহ ও ইয়ামানের ফিৎনাসমূহ এবং আরবের খৃস্টানদের চক্রান্তসমূহ রোমানদেরকে পুনরায় আরবদের দিকে মনোনিবেশ করার সুযোগ করে দিয়েছিলো। তাই তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন।

হুযূর (সা.) এই যুদ্ধের সেনাপতি হিসাবে হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে নির্ধারণ করেছিলেন। — নূরুল ইয়াকীন ঃ পৃ-২৬১।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

তৃতীয় খণ্ড

সংশোধিত ও পরিমার্জিত

৪১টি জিহাদী হাদীসের আলোচনা

লেখকের ভূমিকা

অভিমানী মুসলমান শিশু-কিশোররা! প্রিয় নওজোয়ান বন্ধুরা! 'তা'লীমুল জিহাদ' নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ড তোমাদের হাতের সামনে উপস্থিত। এই খণ্ডে আমরা তোমাদের জন্য জিহাদ বিষয়ক সনদসহ সংক্ষিপ্ত ৪১টি হাদীস একত্রিত করে দিয়েছি। তোমরা হাদীসগুলো মুখস্থ করে নিও। এতে তোমরা হাদীস মুখস্থের সাওয়াবও পাবে, সাথে সাথে হুযূর (সা.)-এর বাণীর মাধ্যমে মানুষকে জিহাদের দাওয়াতও দিতে পারবে।

প্রিয় সাথীরা! আজ জিহাদের দাওয়াত দেয়ার খুবই প্রয়োজন। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে সে সময় পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে বলেছেন, যতোক্ষণ ফিৎনা বাকী থাকে। আর ফিৎনার অর্থ হচ্ছে কাফিরদের শক্তিশালী হওয়া। কেননা যখন কাফিররা শক্তিশালী হবে, তখন তারা সর্বশক্তি দিয়ে কুফরীর প্রচার-প্রসার করবে এবং পৃথিবীব্যাপী কুফরীর দুর্গন্ধ ও নাপাকীকে ব্যাপক করবে। এতে মুসলমানরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমনটি আজ হচ্ছে। কিন্তু আফসোস! মুসলমানরা আজ বড়ই গাফলতিতে পড়ে আছে।

যেদিকে তাকাবে, দেখবে নির্যাতিত হচ্ছে আমার মায়ের সন্তান! বসনিয়ার হাজারো মুসলমানকে জানাযা ও কাফন-দাফন ছাড়া মাটি চাপা দেয়া হয়েছে, কাশ্মীরীদের অসংখ্য শিশুকে জ্বলন্ত অগ্নিতে ভষ্ম করা হয়েছে, এরপরও মুসলমানরা আজ জিহাদের ব্যাপারে উদাসীন।

এজন্য প্রাণপ্রিয় শিশু-কিশোররা। এসব মুবারক হাদীস সমূহ মুখস্থ করো। এরপর প্রত্যেকটি মুসলমানের কাছে জনাব রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পয়গাম পৌঁছিয়ে দাও। এখন আমি (১৯৯৯ এর পূর্বের কথা) জেলে আছি, আমার কাছে তেমন কিতাবাদি নেই। এরপরও যতটুকু কিতাবাদি ছিলো, সেগুলোর আলোকে এই সংক্ষিপ্ত ও তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তকটি তোমাদের কাছে হাদিয়া স্বরূপ পাঠালাম।

আমি আশা রাখি, যদি কমপক্ষে এক লাখ মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী ও নওজোয়ান এসব হাদীস মুখস্থ করে এবং প্রত্যেক মুখস্থকারী কমপক্ষে দশজনকে হাদীসগুলো মুখস্থ করার দাওয়াত দেয়, তাহলে বলবো তোমরা তোমাদের এক বন্দী ভাইয়ের নেক উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছো যথাযথভাবে।

তোমরা কোন আলিম থেকে হাদীসগুলোর সহীহ্ উচ্চারণ শিখে নিও। এরপর প্রত্যহ কমপক্ষে দু'টি করে হাদীস মুখস্থ করো। সাথে সাথে তা বাড়ির লোকজনকে ও বন্ধু-বান্ধবকে শোনাও, দেখবে অত্যন্ত আত্মতৃপ্তি লাভ করবে। এই অপসংস্কৃতির যুগে যখন সিনেমা থিয়েটারের গল্প কাহিনী ও গান-গীত ইত্যাদি শিশু-কিশোররা শুনছে ও শোনাচ্ছে, সেখানে তুমি নবীয়ে আকরাম (রা.) এর অমীয় বাণী শোনাচ্ছো, নিশ্চয়ই এটি বড়ই সৌভাগ্যের কথা।

এভাবে বিশ দিনে তুমি একচল্লিশ হাদীস মুখস্থ করে ফেলবে। আর যখন তুমি এই হাদীসগুলো মুখস্থ করে মুসলমানদেরকে জিহাদের দাওয়াত দিবে, তখন আমেরিকা ও ইসরাইলের সেই স্বপ্ন ধুলিস্মাত হয়ে যাবে যে, মুসলমানদের নতুন প্রজন্ম হুযূরে আকরাম (সা.) নয়, ইংরেজ ও আমেরিকার গোলাম হবে।

আত্মমর্যাদাশীল মুসলিম শিশু-কিশোররা! ব্যাস, দেরি করবে না, জিহাদের হাদীস সমূহ এখনই মুখস্থ করে জিহাদের দাওয়াত শুরু করে দাও। সাথে সাথে দ্বীপ্ত কণ্ঠে কাফিরদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমরা কালও হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর গোলাম ছিলাম, আজও আছি এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবো-ইনশাআল্লাহ্।

সকলের দু'আ প্রার্থী

মুহাম্মাদ মাসউদ আযহার

৩ রবিউস সানী, মুতাবিক ১৯ আগস্ট ১৯৯৬ ঈসায়ী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হাদীস দ্বারাও জিহাদের ফরযিয়াত প্রমাণিত

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদের ফরযিয়াত কুরআন মাজীদ দ্বারা তো প্রমাণিত, হাদীস দ্বারাও কি এই জিহাদের ফরযিয়াত প্রমাণিত ?

✍ **উত্তর ঃ** জ্বী-হ্যাঁ! কয়েকটি হাদীসে জিহাদের ফরযিয়াতের কথা স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। যেমন হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন—

(১)

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهٗ وَنَفْسَهٗ اِلَا بِحَقِّهٖ وَحِسَابُهٗ عَلَى اللّٰهِ - صحيح البخارى ٢/١٠٨١

অর্থ ঃ আমাকে ততোক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সাথে জিহাদ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে, যতোক্ষণ না তারা একথা স্বীকার করবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। অতএব যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর স্বীকৃতি দিলো সে আমার থেকে তার জান-মাল নিরাপদ করে ফেললো। তবে ইসলামী হকের বিষয়টি ভিন্ন। (অর্থাৎ, যদি সে এমন অপরাধ করে, যদ্দরুন শরয়ী সাজা স্বরূপ তার বিচার তার জান বা মালের উপর আসলো, সেটা ভিন্ন কথা) আর তার হিসাব আল্লাহর জিম্মায়। — বুখারী শরীফ ঃ ২/১০৮১।

ফায়িদা ঃ হাদীস শরীফে امرت তথা আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে দ্বারা প্রমাণিত হলো, জিহাদ আল্লাহ্ পাকের হুকুম, আর এই হুকুমের ভিত্তিতেই তা ফরয হিসাবে গণ্য।

জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদ সকল আমল থেকে শ্রেষ্ঠ একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কিনা?

✍ **উত্তর ঃ** জ্বী-হ্যাঁ! জিহাদ সকল আমল থেকে শ্রেষ্ঠ একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হযরত আবু জর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি দেখুন—

(২)

سَأَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَ جِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِهٖ - بخارى ١/٣٤٢ ـ

অর্থ ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমল সমূহের মধ্যে কোন্ আমলটি উত্তম ?

নবীজী (সা.) ইরশাদ করলেন, আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করা এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা। — বুখারী শরীফ ১/৩৪২।

(৩)

اِنَّ اَفْضَلَ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - طبرانى فى الكبير ١/٣٣٨ ـ

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই মুমিনের সবচেয়ে উত্তম আমল হলো, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। — তাবরানী শরীফ ঃ ১/৩৩৮।

ফায়িদা ঃ কোন হাদীসে নামাযকে সর্বোত্তম আমল, কোন হাদীসে অন্য কোন আমলকে সর্বোত্তম আমল বলা হয়েছে। বস্তুতঃ এসব হাদীসের মধ্যে

পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নেই। বরং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আমলের বিভিন্নতা হয়। এ বিষয়টি সকলের কাছেই একেবারে স্পষ্ট।

হুযূরে পাক (সা.) কর্তৃক জিহাদ জারি থাকার সুসংবাদ

☞ **প্রশ্ন ঃ** হুযূরে আকরাম (সা.) কি জিহাদ জারি থাকার এবং মুজাহিদীনে কিরামের সর্বদা হকের উপর কায়িম থাকার সুসংবাদ দিয়েছেন ?

✍ **উত্তর ঃ** জ্বী-হ্যাঁ! প্রিয়নবী (সা.) এ ধরনের সুসংবাদ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে —

(৪)

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - مسلم ١٤٣/٢

অর্থ ঃ আমার উম্মাতের এক জামা'আত কিয়ামত পর্যন্ত কিতাল (জিহাদ) করতে থাকবে; এসব লোক হকের উপর থাকবে। — মুসলিম শরীফ ঃ ২/১৪৩।

ফায়িদা ঃ জিহাদ ইসলামকে রক্ষাকারী রুকন। সুতরাং যতোদিন ইসলাম থাকবে, ততোদিন জিহাদ থাকবে, থাকবেন মুজাহিদীনে কিরাম।

মুসলমান যেসব বস্তুর মাধ্যমে জিহাদ করবে

☞ **প্রশ্ন ঃ** মুশরিকীন ও ইসলামের অন্যান্য দুশমনদের সাথে কোন্ কোন্ বস্তুর মাধ্যমে জিহাদ করতে হবে ?

✍ **উত্তর ঃ** হুযূর আকরাম (সা.) ইরশাদ করেন—

(৫)

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ - ابو داؤد ١/٣٤٦ .

অর্থ ঃ মুশরিকীনদের বিরুদ্ধে নিজের জান, মাল ও জবানের মাধ্যমে জিহাদ করো। — আবু দাউদ শরীফ ঃ ১/৩৪৬।

ফায়িদা ঃ জান-মাল দ্বারা জিহাদ করার বিষয়টি তো স্পষ্ট। আর জবান দ্বারা জিহাদ করার অর্থ হলো, মুশরিকীন তথা কাফিরদের প্রচণ্ড রকম বিরুদ্ধাচরণ করা এবং এমন কথা বলা, যাতে তাদের ভীষণ কষ্ট হয় ও তাদের অন্তরে আগুন লেগে যায়।

এ যুগের কাফিরদের কাছে জিহাদের দাওয়াত ও তার প্রচার-প্রসার অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও ভীতিপ্রদ। যখন তারা কোন মুসলমানকে জিহাদের দাওয়াত দিতে শুনে, তখন তাদের তনু-মনে যেন আগুন লেগে যায়। তাই বেশী বেশী জিহাদের দাওয়াত দিতে হবে।

জিহাদ ছেড়ে দিলে ব্যাপক আযাব আসবে

☞ **প্রশ্ন ঃ** মুসলমানরা জিহাদ ছেড়ে দিলে কি তাদের উপর ব্যাপক কোন আযাব আসার আশংকা রয়েছে ?

✍ **উত্তর ঃ** এ ব্যাপারে হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন—

(৬)

مَاتَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ اِلاَّ عَمَّهُمُ اللّٰهُ بِالْعَذَابِ - طبرانى فى الاوسط ٣/٥١ . رقم الحديث ٣٨٣٩ . طبعه جديده

'অর্থ ঃ যে জাতি জিহাদ ছেড়ে দিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর ব্যাপক আযাব চাপিয়ে দিবেন। — তাবরানী ঃ ৩/৫১, হাদীস নং-৩৮৩৯।

ফায়িদা ঃ জিহাদ তরককারী সম্প্রদায় দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়ে। আর তাদের দুশমন দিন দিন প্রচণ্ড শক্তিশালী হয় এবং তারা এই জিহাদ

তরককারী সম্প্রদায়কে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে নেয় ও সর্বস্তরে তাদেরকে লজ্জিত ও বেইজ্জতি করে। জিহাদ তরককারী সম্প্রদায় পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও আত্ম-কলহে লিপ্ত হয়, এর চেয়ে ব্যাপক পার্থিব বিপদ আর কি হতে পারে ?

জিহাদের রাস্তায় ধুলোবালুর ফজীলত

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদরত অবস্থায় যে মাটি ও ধুলোবালু মুজাহিদের গায়ে লাগে, ইসলামে এর কোন ফজীলত আছে কিনা ?

✍ **উত্তর ঃ** হুযূরে আকরাম (সা.) ইরশাদ করেন—

(৭)

مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ -

بخارى ١/٣٩٤ ـ

অর্থ ঃ যে বান্দার পদদ্বয় আল্লাহর রাস্তায় ধুলো ধূসরিত হবে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। — বুখারী শরীফ ঃ ১/৩৯৪।

ফায়িদা ঃ কোন কোন সাহাবী (রা.) ইচ্ছাকৃত জিহাদের সফরে খালি পায়ে চলতেন, যাতে এই মহান রাস্তার ধুলোবালু বেশী বেশী পায়ে লাগে।

সম্প্রদায় ও মালের জন্য লড়াই করা

☞ **প্রশ্ন ঃ** সম্প্রদায়, বংশীয় প্রীতি কিংবা সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যে লড়াই করলে কি সেটা জিহাদ হবে ?

✍ **উত্তর ঃ** কখনো না! নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন—

(৮)

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِى الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

- مسلم ٢/ ١٤٠

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে, সে আল্লাহর রাস্তায় থাকে। — মুসলিম শরীফ ঃ ২/১৪০।

ফায়িদা ঃ জিহাদের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা, পৃথিবী থেকে ফিৎনা-ফাসাদ দূর করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের হিফাজতের ব্যবস্থা করা। এই মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যদি কোন মুসলমান স্বীয় জান-মাল দিয়ে লড়াই করে, তাহলে সে মুজাহিদ। পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িক কারণে কিংবা সম্পদ ইত্যাদি হাসিলের জন্য লড়াই করা মূর্খতা ও আযাবের কারণ।

শরয়ী উজরের দরুন জিহাদে যেতে না পারা

☞ **প্রশ্ন ঃ** যে ব্যক্তি জিহাদের নিয়্যাত রাখে এবং এ ব্যাপারে পূর্ণ আশা পোষণ করে; কিন্তু শরয়ী কোন উজরের দরুন জিহাদে যেতে পারে না, এমতাবস্থায় কি এমন ব্যক্তি জিহাদের সাওয়াব পাবে ?

✍ **উত্তর ঃ** নিঃসন্দেহে এমন ব্যক্তি জিহাদের সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। হযরত জাবির (রা.) বলেন, আমরা এক জিহাদে রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সাথে ছিলাম, তিনি ইরশাদ করেন—

(৯)

إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالًا مَّا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَّلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوْا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ - مسلم ٢/١٤١

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই মদীনায় এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা (সাওয়াব প্রাপ্তির দিক দিয়ে) তোমাদের সাথে ছিলো, যখন তোমরা কোন পথে সফর করছিলে অথবা কোন বসতি অতিক্রম করছিলে। তাদেরকে অসুস্থতা আসতে বাধা সৃষ্টি করেছে। — মুসলিম শরীফ ঃ ২/১৪১।

ফায়িদা ঃ জিহাদ এমন মহান ও প্রিয় আমল, যার অন্তরে তার সহীহ ও প্রকৃত ভালোবাসা এবং আগ্রহ থাকবে, সে তাতে শরীক না হতে পারলেও তার সাওয়াব প্রাপ্ত হবে।

জিহাদ থেকে দূরে থাকার আযাব

☞ **প্রশ্ন ঃ** যে ব্যক্তি জিহাদ থেকে একেবারে দূরে রইলো, সে কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে কিভাবে উপস্থিত হবে?

✍ **উত্তর ঃ** প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ইরশাদ করেন—

(১০)

مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ بِغَيْرِ اَثَرٍ مِّنْ جِهَادٍ لَقِىَ اللّٰهَ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ –

ترمذى ١/٢٩٦

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদের আলামত ব্যতীত আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে, সে অসম্পূর্ণ অবস্থায় আল্লাহর দরবারে পেশ হবে। — তিরমিযী শরীফ ঃ ১/২৯৬।

ফায়িদা ঃ যে ব্যক্তি জান দেয়নি মালও ব্যয় করেনি এবং জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার ইচ্ছেও পোষণ করেনি, নিঃসন্দেহে তার ঈমান অসম্পূর্ণ। দ্বীনের চাইতে তার জান-মালের মহাব্বত বেশী। সুতরাং তার ঈমানের এ অসম্পূর্ণতা কিয়ামতের দিন প্রকাশ পেয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে হিফাজত করুন। আমীন।

জিহাদের ময়দানে এক সকাল ও এক বিকালের সাওয়াব

☞ **প্রশ্ন ঃ** ময়দানে জিহাদে এক সকাল এক বিকাল ব্যয়ের সাওয়াব কতোটুকু?

✍ **উত্তর ঃ** নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন—

(১১)

لَرَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْغَدْوَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا –

مسلم ٢/١٣٤

অর্থ ঃ আল্লাহর রাস্তায় এক বিকাল কিংবা এক সকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল বস্তু থেকে উত্তম। — মুসলিম শরীফ ঃ ২/১৩৪।

ফায়িদা ঃ "দুনিয়ার সকল বস্তু" দ্বারা উদ্দেশ্য 'নেক আমল'। অর্থাৎ, জিহাদে এক বিকাল ও এক সকাল ব্যয় করা সকল নেক আমল থেকে উত্তম। কারণ এতে জান-মালের কুরবানী রয়েছে। আর এর মাধ্যমে দ্বীনের সকল শাখার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

কিছুক্ষণের জন্য জিহাদে শরীক হওয়ার সাওয়াব

☞ **প্রশ্ন ঃ** আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কিছুক্ষণের জন্য জিহাদে শরীক হলেও কি কোন সাওয়াব হবে ? যেমন, কেউ এক সকাল এক বিকাল জিহাদে শরীক হলো অথবা কয়েক মুহূর্ত জিহাদী কার্যক্রমে শিরকত করলো, তাতে কি সে কোন প্রকার সাওয়াবের অধিকারী হবে ?

✍ **উত্তর ঃ** জ্বী-হ্যাঁ! আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সামান্যতম সময়ের জন্যও জিহাদে শরীক হতে পারা সৌভাগ্যের বিষয়। রাসূলে আকরাম (সা.) ইরশাদ করেন—

(১২)

مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ـ

ابو داؤد - ١/٣٥١، والترمذى ١/٢٩٤ وقال حديث حسن

وابن ماجه ٢

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কিছুক্ষণ লড়াই করলো, (যতোক্ষণে দুধ দোহনকারী স্তন ছেড়ে দিয়ে পুনরায় তা ধরে এতটুকু সময়) তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। — আবু দাউদ ঃ ১/৩৫১; তিরমিযী ঃ ১/২৯৪; ইবনে মাজাহ ঃ ২০০।

ফায়িদা ঃ অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, এতোটুকু সময় আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারীর উপর আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নাম হারাম করে দেন। একজন মুসলমানের এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি থাকতে পারে ?

জিহাদের ময়দানে মুসলমানদের প্রাপ্তি

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদের ময়দানে নাংগা তরবারি অবাধে চলতে থাকে, অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রও পরিচালিত হতে থাকে অবিরাম গতিতে; যেন প্রতিনিয়ত মৃত্যু উঁকি মারছে। এমতাবস্থায় একজন মুসলমানের জন্য জিহাদের বিনিময়ে কি প্রাপ্তি রয়েছে ?

✍ **উত্তর ঃ** নবীজী (সা.) ইরশাদ করেন—

(১৩)

وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ - صحيح البخارى ١/٣٩٥ -

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই জান্নাত তরবারি সমূহের ছায়াতলে।— বুখারী শরীফ ঃ ১/৩৯৫।

ফায়িদা ঃ তরবারির ঝনঝনানির নীচে ও গোলাগুলির ধুরুম-ধারাম আওয়াজের মাঝে একটি বাজার লাগানো হয়। এই বাজারে আল্লাহ্ তা'আলা খোশ-নসীব মুসলমানদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করেন।

সুবহানাল্লাহ! একজন মুসলমানের জন্য কী লাভজনক ব্যবস্থা এবং কতো বড় সৌভাগ্য যে, খোদ রাজাধিরাজ আল্লাহ্ তার ক্রেতা!

মুসলমানদের যে ধরনের সফর করা দরকার

☞ **প্রশ্ন ঃ** মানুষ তো বিভিন্ন ধরনের ভ্রমণ করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো মুসলমানদের কি ধরনের ভ্রমণ করা চাই ?

✍ **উত্তর ঃ** এ ব্যাপারে নবীয়ে আকরাম (সা.) ইরশাদ করেন—

(১৪)

اِنَّ سِيَاحَةَ اُمَّتِي الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ - ابو داؤد - ١/٣٤٣ -

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমার উম্মাতের ভ্রমণ হচ্ছে-জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ।

— আবু দাউদ ঃ ১/৩৪৩।

ফায়িদা ঃ জিহাদের মধ্যে স্বাদই স্বাদ। যদিও শুরু অবস্থায় এ কাজে কিছুটা কষ্ট হয়, কিন্তু জিহাদী ভ্রমণের (সফরের) সময় যে আন্তরিক (রূহানী) স্বাদ অনুভূত হয়; পৃথিবীর সুদর্শন স্থান সমূহের পরিদর্শনকারী পর্যটকদের তার আন্দাজও লাগাতে সক্ষম নয়।

এই হাদীসে এই ইঙ্গিতও রয়েছে যে, মুসলমানদের জিহাদের ময়দান হচ্ছে সারা পৃথিবী। সুতরাং জিহাদের সাথে সাথে পৃথিবী ভ্রমণ এমনিতেই হয়ে যাবে।

জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রতিপালন করার সওয়াব

☞ **প্রশ্ন ঃ** মানুষ বিভিন্ন ধরনের গৃহপালিত পশুপাখি প্রতিপালন করে। কিন্তু কেউ যদি জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রতিপালন করে, তাহলে তাকে কি তার ভিন্ন কোন সাওয়াব হবে ?

✍ **উত্তর ঃ** জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রতিপালন করার ব্যাপারে অসংখ্য হাদীসে ফজীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। এখানে শুধু দু'টি হাদীস পেশ করা হলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন—

(১৫)

مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهٖ فَاِنَّ شِبَعَهٗ وَرِيَّهٗ وَرَوْثَهٗ وَبَوْلَهٗ فِىْ مِيْزَانِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

بخارى ١/ ٤٠٠-

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান রেখে ও আল্লাহর ওয়াদা সমূহকে সত্যায়ন করতঃ জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রতিপালন করে, তাহলে উক্ত ঘোড়ার দানা-পানি, লেদ-পেশাব সবকিছু কিয়ামতের দিন (নেকী স্বরূপ) পাল্লায় উঠানো হবে। —বুখারী শরীফ ঃ ১/৪০০।

ফায়িদা ঃ অর্থাৎ, তার সেসব বস্তুর জন্যও সাওয়াব হবে। দেখুন, জিহাদের ঘোড়ার দানা-পানি ও লেদ-পেশাবের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে খোদ মুজাহিদের খানাপিনা, ঘুম, জাগরণ ও কষ্ট-ক্লেশের কি ফজীলত হবে ? এর দ্বারা জিহাদের ফজীলত, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার অনুমান ও করা যেতে পারে।

অপর একটি হাদীসে রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন—

(১৬)

اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ الْاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - بخارى ١/ ٤٤٠ ٣٣٩ ـ

অর্থ ঃ ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত মঙ্গল, সাওয়াব ও গনীমত (লিখে) রাখা হয়েছে।-বুখারী শরীফ ঃ ১/৪৪০ ও ৩৯৯।

ফায়িদা ঃ ঘোড়া দিয়ে জিহাদ করলে সাওয়াব হবে। আর বিজয়ের অবস্থায় সাওয়াবের সাথে সাথে গনীমতও লাভ হবে। এই হাদীস দ্বারা একথাও বুঝা গেলো যে, কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ জারী থাকবে।

আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারীর সাওয়াব

☞ **প্রশ্ন ঃ** এক ব্যক্তি জিহাদে গিয়ে মুজাহিদীনে কিরামের কিংবা তাদের নিরাপত্তার জন্য যে কোন ধরনের পাহারাদারী করেছে, এতে কি কোন ফজীলত রয়েছে ?

✍ **উত্তর ঃ** জ্বী-হ্যাঁ! নবীজী (সা.) ইরশাদ করেন—

(১৭)

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ ـ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ـ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ ترمذى ـ ١/ ٢٩٣ ـ

অর্থ ঃ দু'টি চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। ১. সে চক্ষু, যে আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে। ২. সে চক্ষু, যে আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় রাত জেগেছে। —তিরমিযী শরীফ ঃ ১/২৯৩।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন—

(১৮)

رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْ ضِعُ سَوْطِ اَحَدِكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا -

بخارى ١/٤٠٥ -

অর্থ ঃ আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারাদারী করা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম। আর জান্নাতে তোমাদের চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম।

— বুখারী শরীফ ঃ ১/৪০৫।

ফায়িদা ঃ আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারীর ব্যাপারে হাদীসে অসংখ্য ফজীলত এসেছে। উলামায়ে কিরাম সে সব হাদীসের আলোকে এ পর্যন্ত লিখেছেন যে, আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারাদারীর নেকী জারি থাকবে। অর্থাৎ, সেটি সাদকায়ে জারিয়া স্বরূপ চালু থাকবে, যার সাওয়াব সে কিয়ামতের দিন পাবে।

জিহাদের ময়দানে তীর নিক্ষেপের সাওয়াব

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদের ময়দানে তীর নিক্ষেপের সাওয়াবের ব্যাপারে হাদীসে বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে কিনা ?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ইরশাদ করেন—

(১৯)

مَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَانَ لَهٗ نُوْرًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

مجمع الزوائد ـ ٥/ ٢٧٠ ـ ٤٩٢ طبعه جديده

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করলো, কিয়ামতের দিন তার জন্য একটি নূর হবে।— মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ ঃ ৫/২৭০, নতুন সংস্করণ ৪৯২।

ফায়িদা ঃ জিহাদের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে কুফরীর অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং ইসলামের নূর ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য মুজাহিদের কিয়ামতের দিন নূর মিলবে। গুলি চালানোরও একই ফজীলত। হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে আরো অনেক ফজীলত বর্ণিত হয়েছে।

তীর চালনা শিখে ভুলে যাওয়া

☞ **প্রশ্ন ঃ** কোন ব্যক্তি তীর চালনা শিখে ভুলে গেলে কি কোন গুনাহ হবে?

✍ **উত্তর ঃ** এতদসংক্রান্ত বিষয়ে প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করেন—

(২০)

مَنْ عَلِمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهٗ فَلَيْسَ مِنَّا - اَوْقَدْ عَصٰى -

مسلم ١٤٣/٢

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি তীরন্দাজি শিখে ভুলে গেলো, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় অথবা সে নাফরমানী করলো। —মুসলিম শরীফ ঃ ২/১৪৩।

ফায়িদা ঃ তীরান্দাজি ছেড়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে জিহাদ ছেড়ে দেয়া। আর জিহাদ ছেড়ে দেয়া স্পষ্ট ধ্বংস।

শহীদদের কষ্ট

☞ **প্রশ্ন ঃ** যখন কোন মুসলমান শহীদ হতে থাকে, তখন কি তার কোন প্রকার কষ্ট হয় ?

✍ **উত্তর ঃ** কখনো না। বরং শহীদের শাহাদাতের সময় একটি বিশেষ ধরনের স্বাদ ও তৃপ্তি অনুভব হতে থাকে। এ ব্যাপারে নবীয়ে আকরাম (সা.) ইরশাদ করেন—

(২১)

مَايَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ اِلاَّ كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ - ترمذى ١/٢٦٩ ـ

অর্থ ঃ শহীদের নিহত হওয়ার সময় কেবল পিপড়ার কামড় পরিমাণ ব্যথা হয়। —তিরমিযী শরীফ ঃ ১/২৯৬।

ফায়িদা ঃ 'আল-কুরসা' হাত দিয়ে চুটকী মারাকে তথা, দু আঙ্গুল দিয়ে আওয়ায করাকে বলে। বস্তুতঃ মুজাহিদ যখন আহত হয়, তখন সে অবশ্য ব্যথা অনুভব করে। কিন্তু সাথে সাথে সে শাহাদাতের স্বাদ ও অনুভব করতে থাকে। সুতরাং সেই ব্যথাটা তখন চুটকী মারার ব্যথার অনুরূপ পরিমাণ হয়।

জিহাদের ময়দানে ভয় পাওয়া

☞ **প্রশ্ন ঃ** মানুষ রক্তে-গোশ্‌তে তৈরী। তার মধ্যে সব রকম মানবিক দুর্বলতা বিদ্যমান। এমতাবস্থায় জিহাদের ময়দানে কোন মুজাহিদ যদি ভয় পেয়ে যায়, তাহলে তাতে কি তার কোন গুনাহ্ হবে ?

✍ **উত্তর ঃ** গুনাহ তো হবেই না। বরং এতে তার সাওয়াব হবে। মহান সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা.) ইরশাদ করেন—

(২২)

اِذَا رَجَفَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَحَاتَتْ خَطَايَاهُ ، كَمَا يَتَحَاتُ عِذْقُ النَّخْلَةِ - طبرانى اوسط - ١٥٦/٦

অর্থ ঃ যখন কোন মুমিনের হৃদয় আল্লাহর রাস্তায় ভয় পায়, তখন তার গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরে পড়ে; যেমন খেজুরের কাঁধা (গুচ্ছ) থেকে খেজুরসমূহ ঝেড়ে ফেলা হয়। —তাবরানী শরীফ ঃ ৬/১৫৬।

ফায়িদা ঃ মুসলমানদের সব ধরনের কষ্টের বিনিময়ে তাদের গুনাহ মাফ হয়। আর এটা তো জিহাদের ময়দান, এখানে কষ্ট হলে সাওয়াব বেশী হওয়ার কথা। এজন্য কোন ভীতু লোক জিহাদে শরীক হলে, বাহাদুর ব্যক্তির তুলনায় তার সাওয়াব বেশী হবে। তবে বাহাদুরী একটি বড় নিয়ামত। —কিতাবুল জিহাদ; ইবনুল মুবারক কৃত, পৃ-৮৩।

দুশমনকে ভীত-সন্ত্রস্ত করাও সাওয়াব

☞ **প্রশ্ন ঃ** বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে দুশমনকে ভীত-সন্ত্রস্ত করলেও কি সাওয়াব হবে ?

✍ **উত্তর ঃ** জ্বী-হ্যাঁ! এ ব্যাপারে রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন—

(২৩)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ فِى الْفِتْنَةِ رَجُلٌ مُّعْتَزِلٌ فِىْ مَالِهٖ يَعْبُدُ رَبَّهٗ وَيُوَدِّىْ حَقَّهٗ . وَرَجُلٌ اٰخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُخِيْفُهُمْ وَيُخِيْفُوْنَهٗ - اَلْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُ لِلطَّبْرَانِىْ - ١٥٠/٢٥ . مسندالامام احمد ٤١٩/٦ .

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ফিৎনার জামানায় মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি তিনি, যিনি ফিৎনা থেকে মুক্ত থেকে নিজের মালের দেখাশুনায় লিপ্ত থাকে, নিজের প্রভুর ইবাদত করে এবং মালের হক (যাকাত ইত্যাদি) আদায় করে। আর (এ সময়) সেই ব্যক্তি উত্তম, যিনি স্বীয় ঘোড়ার লাগাম ধরে আল্লাহর রাস্তায় (স্থির থেকে) দুশমনকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে এবং দুশমনও তাকে ভয় প্রদর্শন করতে থাকে।

— আল-মু'জামুল কারীব, ইমাম তাবরানী কৃত; ২৫/১৫০; মুসনাদে ইমাম আহমাদ ৬/৪১৯।

ফায়িদা ঃ জিহাদের ময়দানে শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা জিহাদের একটি বিরাট অংশ। এতে অনেক সাওয়াব হওয়াটাই স্বাভাবিক।

জিহাদরত অবস্থায় রোযার ফজীলত

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদরত অবস্থায় রোযা রাখার বিশেষ কোন ফজীলত আছে কিনা?

✍ **উত্তর ঃ** অবশ্যই এ সময় রোযা রাখলে তার বিশেষ ফজীলত রয়েছে। প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করেন—

(২৪)

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَعَّدَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا - بخارى ١/٣٩٨ -

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে জাহান্নামকে সত্তর বছর দূরে সরিয়ে দিবেন। — বুখারী শরীফ ঃ ১/৩৯৮।

ফায়িদা ঃ যেহেতু জিহাদের ময়দানে মুজাহিদ আল্লাহ্ তা'আলার অনেক নিকটবর্তী হয়ে যায়, এজন্য তার মর্যাদা ও মাকাম অনেক বেড়ে যায়।

খলীফা কিংবা আমীরের হুকুমের দরুন জিহাদে যাওয়া

☞ **প্রশ্ন ঃ** যদি কাউকে মুসলমানদের আমীর কিংবা খলীফা জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ দেন, তাহলে কি তার জন্য জিহাদে যাওয়া জরুরী?

✍ **উত্তর ঃ** এ বিষয়টির উপর আমাদের মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন—

(২৫)

إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا ـ بخارى ١/٣٩٦ ، وابن ماجه ١٩٩ ـ

অর্থ ঃ যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাকা হয়, তখন সাথে সাথেই বের হয়ে পড়ো। — বুখারী শরীফ ঃ ১/৩৯৬, ইবনে মাজাহ ঃ ১৯৯।

ফায়িদা ঃ সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরযে কিফায়া। তবে চার অবস্থায় জিহাদ ফরযে আইন হয়। এর মধ্যে উল্লেখিত অবস্থায় তথা যখন আমীরের হুকুম হয়, তখন জিহাদে যাওয়া ফরযে আইন।

জিহাদের পার্থিব লাভ

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদে তো আখিরাতের অনেক ফায়দা রয়েছে। কিন্তু পার্থিব কোন লাভ আছে কিনা জানাবেন।

✍ **উত্তর ঃ** জিহাদের অনেক দুনিয়াবী ফায়দা রয়েছে, যেগুলোর আলোচনা কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে একটি হাদীস পেশ করা হচ্ছে।

(২৬)

أُغْزُوْا تَصِحُّوْا وَتَغْنِمُوْا ـ ابن ابى شيبة - ٤/ ٢٣٥ ـ

অর্থ ঃ জিহাদ করো, সুস্থতা ও গনীমতের মাল প্রাপ্ত হবে। — ইবনে আবী শাইবা ঃ ৪/২৩৫।

ফায়িদা ঃ হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় একথা প্রকাশিত যে, নিঃসন্দেহে জিহাদের মধ্যে সুস্থতা রয়েছে, রয়েছে সম্পূর্ণ হালাল মালে গনীমত পাওয়ার সুব্যবস্থা।

সর্বোত্তম সদকা

☞ **প্রশ্ন ঃ** দান-খয়রাত ও সদকার তো বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সর্বোত্তম সদকা কি?

✍ **উত্তর ঃ** এতদসংক্রান্ত বিষয়ে নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন—

(২৭)

اَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنِيْحَةُ خَادِمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ ترمذى ٢٩٢/١

অর্থ ঃ সর্বোত্তম সদকা হলো, আল্লাহর রাস্তায় তাঁবুর ছায়া। অর্থাৎ, মুজাহিদীনে কিরামের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা করে দেয়া কিংবা আল্লাহর রাস্তায় খাদিম দেয়া অথবা আল্লাহর রাস্তায় যুবতী উটনী প্রদান করা। — তিরমিযী শরীফ ঃ ১/২৯২।

ফায়িদা ঃ এ তিনটি বস্তু দ্বারা মুজাহিদের আরাম লাভ হয় এবং এর দ্বারা জিহাদে সাহায্য হয়। আর মুজাহিদ আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ, এজন্য তাদেরকে আরাম দেয়ার দরুন আল্লাহ্ তা'আলা খুশী হন।

শুধু গনীমত প্রাপ্তির জন্য লড়াই করা

☞ **প্রশ্ন ঃ** কেউ যদি শুধুমাত্র গনীমতের মাল পাওয়ার জন্য জিহাদ করে, তাহলে সে কি জিহাদের সাওয়াব পাবে ?

✍ **উত্তর ঃ** এ ব্যাপারে একটি হাদীস বিবৃত হলো। প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করেন—

(২৮)

مَنْ غَزَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَمْ يَنْوِ اِلَّا عِقَالًا فَلَهٗ مَا نَوٰى ـ

نسائى ٥٨/٢ ـ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শুধু রশি পাওয়ার জন্য (যা দ্বারা উট বাঁধা হয়) লড়াই করে, তাহলে সে তার নিয়্যাত অনুযায়ী সেটুকুই পাবে।

ফায়িদা ঃ খুব পরিষ্কার কথা, যে বান্দাহ যেমন নিয়্যাত করবে, সে তেমন ফল পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তো কোন বান্দাহর উপর জুলুম করেন না।

উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য বৈরাগ্য

☞ **প্রশ্ন ঃ** পূর্ববর্তী উম্মাতের নেককার বান্দারা আল্লাহ্কে রাজি-খুশী করার জন্য বৈরাগ্য অবলম্বন করতেন। অত্যন্ত নির্জনতা ও একাকীত্বের সাথে মুজাহাদা করে নিজের আত্মশুদ্ধি ও ইবাদত-বন্দেগী করতেন। এই উম্মাতের জন্য কি এমনতরো বৈরাগ্য জায়িয আছে ?

✍ **উত্তর ঃ** এ ব্যাপারে হুযূরে আকরাম (সা.) ইরশাদ করেন—

(২৯)

لِكُلِّ اُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةٌ ـ وَرَهْبَانِيَّةُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ مصنف ابن ابى شيبة - ٤/٢١١ ، ومسند ابى يعلى - ٧/٢١٠

অর্থ ঃ প্রত্যেক উম্মাতের জন্য বৈরাগ্য ছিলো। আর আমার উম্মাতের বৈরাগ্য হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

—মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-৪/২১১।

ফায়িদা ঃ বৈরাগ্য হলো, দুনিয়ার সব ধরনের আরামদায়ক ও লোভনীয় বস্তুসমূহ থেকে বিরত থেকে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হওয়া। আর জিহাদে তো এসব বস্তু থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে জান-মালেও সমূহ আশংকা রয়েছে। এজন্য এটি সেকালের বৈরাগ্য থেকেও ফজীলতপূর্ণ।

বৈরাগ্যের আরেকটি অর্থ হলো, মানুষকে নিজের অনিষ্টতা থেকে বাঁচানো। আর একজন মুজাহিদ শুধু নিজ থেকে নয়। বরং গোটা উম্মাহকে কুফরীসহ সর্বোপরি অনিষ্টতা থেকে বাঁচায়। এজন্য এটি সাধারণ বৈরাগ্য থেকে অনেক গুণ বেশী ফজীলতের অধিকারী।

আরবীতে রহবানিয়্যাত (তথা বৈরাগ্য) শব্দটি 'রহ্‌ব' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ ভয়। অর্থাৎ, আল্লাহর ভয়ে বেশী বেশী ইবাদত-বন্দেগী করা। আর মুজাহিদ তো এমন ইবাদত করে, যেখানে খুনের নজরানা দিতে হয়। এজন্য পূর্ববর্তী উম্মাতের বৈরাগ্যের জিহাদের মতো এই মহান ও বিশাল ইবাদতের সামনে কোন তুলনাই চলে না।

মুজাহিদ ও সাধারণ আবিদ

☞ **প্রশ্ন ঃ** এক ব্যক্তি অস্ত্র হাতে দুশমনদের মুখোমুখী জিহাদরত। আরেক ব্যক্তি অত্যন্ত খুশু-খুজুর সাথে ঘরে ইবাদত-বন্দেগী করে। নিঃসন্দেহে উভয়টিই নেক কাজ। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি উত্তম ও বেশী সাওয়াবের অধিকারী ?

✍ **উত্তর ঃ** এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন—

(৩০)

فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهٖ فِىْ بَيْتِهٖ سَبْعِيْنَ عَامًا - ترمذى ١/٢٩٤ -

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে এক ব্যক্তির আল্লাহর রাস্তায় দণ্ডায়মান হওয়া নিজের ঘরে সত্তর বছর পর্যন্ত নামায আদায় করা থেকে উত্তম। — তিরমিযী শরীফ ঃ ১/২৯৪।

জিহাদের অর্থ ব্যয়ের ফজীলত

☞ **প্রশ্ন ঃ** জিহাদে অর্থ ব্যয়ের কোন বিশেষ ফজীলত আছে কিনা ?

✍ **উত্তর ঃ** জিহাদে অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে অসংখ্য ফজীলতের কথা কুরআন হাদীসের বিভিন্ন স্থানে এসেছে। যদি কোন ব্যক্তি এসব ফজীলতের আয়াত ও হাদীস মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে, তাহলে সে অবশ্যই তার সর্বস্ব জিহাদের পথে উৎসর্গ করতে উদগ্রীব হয়ে পড়বে। এখানে শুধু কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

(৩১)

مَنْ اَنْفَقَ نَفْقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَتْ لَهٗ سَبْعُ مِائَةِ ضَعْفٍ

- ترمذى ١/٢٩٢ ـ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) এক পয়সা খরচ করে, তার জন্য সাতশগুণ সাওয়াব লিখা হয়। — তিরমিযী শরীফ ঃ ১/২৯২।

(৩২)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهٗ عَلٰى عَيَالِهٖ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى دَابَّتِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهٗ عَلٰى اَصْحَابِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ مسلم ١/٣٢٢ ـ

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে দীনার মানুষ খরচ করে সেগুলোর মধ্যে উত্তম দীনার হলো, যা সে তার পরিবার-পরিজনের উপর খরচ করেছে অথবা যা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে নিজ আরোহনের উপর ব্যয় করেছে কিংবা যা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে নিজের সাথীদের উপর ব্যয় করেছে। — মুসলিম শরীফ ঃ ১/৩২২।

নবীজী (সা.) আরো ইরশাদ করেন—

(৩৩)

مَنْ اَعَانَ مُجَاهِدًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْغَازِيًا فِى عُشْرَتِهٖ اَوْ مُكَاتِبًا فِىْ رَقَبَتِهٖ اَظَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ - ابن ابى شيبة - ٤/٢٣٦ ـ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের সহায়তা করলো কিংবা কোন গাজীকে তার আর্থিক অনটনের সময় সাহায্য করলো অথবা কোন ক্রীতদাসকে তার মুক্তির জন্য সহযোগিতা করলো, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমন দিন (তথা কিয়ামতের দিন) স্বীয় ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। — ইবনে আবী শাইবা ঃ ৪/২৩৬।

ফায়িদা ঃ জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকার মতো একটি আমল ও মিশন। এতে জানের কুরবানীর সাথে সাথে মালের কুরবানীও অতীব জরুরী। এজন্য হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা.) নিজেদের সর্বস্ব উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ স্বয়ং মুজাহিদদের মদদ করেন

☞ **প্রশ্ন ঃ** আল্লাহর যে কোন বান্দাহ তার কাছে মদদ চাইলে আল্লাহ্ তা করেন, কিন্তু মুজাহিদদের মদদের বিষয়টি কি আল্লাহর রাসূল (সা.) বিশেষভাবে হাদীসে উল্লেখ করেছেন?

✍ **উত্তর ঃ** আল্লাহ্ তা'আলার উপর কোন কিছু জরুরী নয়। তবে তিনি নিজ রহমাতে কিছু বস্তুকে নিজের উপর জরুরী করে নিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হলো মুজাহিদদের সাহায্য করা; যার আলোচনা কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন স্থানে এসেছে। রাসূলে পাক (সা.) ইরশাদ করেন—

(৩৪)

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ اَلْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ ـ

الترمذى ١/٢٩٥، والنسائى ٢/٥٥ ـ

অর্থ ঃ তিন ব্যক্তি এমন রয়েছেন, যাদের মদদ করা আল্লাহর উপর জরুরী। যথা ঃ ১. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী। ২. সেই চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস যে স্বীয় দাসত্ব মুক্তির অর্থ আদায় করার পূর্ণ ইচ্ছা রাখে। ৩.

বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণকী, যে পুতঃপবিত্র থাকতে আগ্রহী। —তিরমিযী ঃ ১/২৯৫; নাসায়ী শরীফ ঃ ২/৫৫।

হাদীসে ইয়াহুদীদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধের কথা

☞ **প্রশ্ন ঃ** হুযূরে আকরাম (সা.) কি ইয়াহুদীদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন ?

✍ **উত্তর ঃ** হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন—

(৩৬)

تُقَاتِلُونَ الْيَهُودَ حَتّٰى يَخْتَبِىَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِىْ فَاقْتُلْهُ - بخارى ١/ ٤١٠ -

অর্থ ঃ তোমরা ইয়াহুদীদের সাথে লড়াই করবে। এমনকি তাদের কেউ পাথরের পিছনে আত্মগোপন করলে পাথর বলবে—আয় আল্লাহর বান্দাহ! আমার পিছনে একজন ইয়াহুদী রয়েছে, তাকে হত্যা করো। — বুখারী শরীফ ঃ ১/৪১০।

ফায়িদা ঃ এই শেষ অভিযানটি কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে হবে। এর মাধ্যমে ইয়াহুদী নির্মূল হবে এবং পৃথিবী ইয়াহুদীদের সকল কুকর্ম ও কূট-কৌশল থেকে পাক হয়ে যাবে।

মুজাহিদ পরিবারের দেখাশুনার ফজীলত

☞ **প্রশ্ন ঃ** যুদ্ধরত মুজাহিদের পরিবারের দেখাশুনার জন্য কি কেউ সাওয়াব পাবে ?

✍ **উত্তর ঃ** জ্বী-হ্যাঁ! প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করেন—

(৩৬)

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللّٰهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا - بخارى ١/ ٣٩٩ -

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের সাজ-সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করে দিলো, সে যেন নিজেই জিহাদ করলো। আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের অবর্তমানে ও তার পরিবার-পরিজনের দেখাশুনা করলো, সেও যেন নিজেই জিহাদ করলো। —বুখারী শরীফ ঃ ১/৩৯৯।

ফায়িদা ঃ যখন কোন মুজাহিদ নিশ্চিত থাকে যে, তার অবর্তমানে ও তার পরিবার-পরিজনের ভালোভাবে দেখাশুনা করা হচ্ছে, তাহলে সে অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে লড়বে। এজন্য তার পরিবার-পরিজনের দেখাশুনাকারীও জিহাদের সাওয়াব পাবে।

হাদীসে হিন্দুস্তানে জিহাদের আলোচনা

☞ **প্রশ্ন ঃ** হাদীস শরীফে হিন্দুস্তানে জিহাদের ফজীলত ও গুরুত্বের উপর কোন আলোচনা এসেছে কিনা ?

✍ **উত্তর ঃ** জ্বী-হ্যাঁ এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে—

(৩৭)

عِصَابَتَانِ مِنْ اُمَّتِىْ اَحْرَزَ هُمَا اللّٰهُ مِنَ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُوا الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُوْنُ مَعَ عِيْسَے ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ -

نسائى ٢/٦٣ -

অর্থ ঃ হুযূরে আকরাম (সা.) ইরশাদ করেন, আমার উম্মাতের দু'টি জামা'আতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখেছেন। একটি জামা'আত হলো সেটি, যেটি হিন্দুস্থানে জিহাদ করবে। আর দ্বিতীয়টি হলো, সেটি যেটি ঈসা (আ.)-এর সাথে থাকবে (তার পুনরায় পৃথিবীতে আগমনের পর)। — নাসায়ী শরীফ ঃ ২/৬৩।

ফায়িদা ঃ এই বিষয়ের উপর আরো হাদীস রয়েছে।

কাফিরদের খেলাফ শক্তি সঞ্চয়ের অর্থ

☞ **প্রশ্ন ঃ** কুরআনে কারীমে কাফিরদের খিলাফ শক্তি সঞ্চয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই শক্তি সঞ্চয়ের অর্থ কি ?

✍ **উত্তর ঃ** হযরত উকবা বিন আমির (রা.) ইরশাদ করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে শুনেছি; তিনি মিম্বরের উপর বসা অবস্থায় ইরশাদ করেন—

(৩৮)

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ - اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ - اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ - مسلم ١٤٣/٢

অর্থ ঃ আর প্রস্তুত করো তাঁদের সাথে তথা কাফিরদের সাথে যুদ্ধের জন্য, যাই কিছু সংগ্রহ করতে পারো নিজের শক্তি সামর্থের মধ্য থেকে-সূরা আনফাল ঃ ৬০; জেনে রাখো শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপণ শক্তি; শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপণ শক্তি; শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপণ শক্তি। —মুসলিম শরীফ ঃ ২/১৪৩।

ফায়িদা ঃ নিক্ষেপ করাকে 'রমী' বলে। তীরান্দাজিকেও কখনো 'রমী' বলে। এমনিভাবে গোলাগুলি, মিসাইল নিক্ষেপ ইত্যাদিকেও 'রমী' বলা হয়।

আজকের যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা স্বীকার করবে যে, আসল শক্তি হলো নিক্ষেপণ তথা সামরিক শক্তি। এই নিক্ষেপণ শক্তি তথা সামরিক শক্তি যার যতো বেশী রয়েছে, এ পৃথিবীতে সে ততো বেশী শক্তিশালী।

জিহাদ ছেড়ে দেয়ার অর্থনৈতিক ক্ষতি

☞ **প্রশ্ন ঃ** মুসলমানরা জিহাদ ছেড়ে দিলে কি তাদের অর্থনৈতিক কোন ক্ষতি হবে?

✍ **উত্তর ঃ** হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন—

(৩৯)

وَلَا يَدَعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا ضَرَبَهُمُ اللّٰهُ بِالْفَقْرِ - ابن عساكر - ٣٠/٣٠٢ -

অর্থ ঃ যে জাতিই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ছেড়ে দিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর অভাব চাপিয়ে দিবেন। — ইবনে আসাকির ঃ ৩০/৩০২।

ফায়িদা ঃ কাফিররা তো মুসলমানদের চিরশত্রু। একথা ভুলেই যতো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আর যখন মুসলমানরা জিহাদ ছেড়ে দিবে এবং হীনমনোবল ও কাপুরুষ হয়ে যাবে, তখন তাদের শত্রুরা শক্তিশালী হয়ে সকল ময়দানে তাদের ক্ষতি করবে। তাদের উপর নানা রকম অবরোধ আরোপ করে তাদেরকে দুর্বল ও এক ঘরে করে ফেলবে।

এমতাবস্থায় একটি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জাতি কখনো উন্নতি করতে পারবে না। এজন্য তারা সর্বক্ষেত্রে মার খেয়ে যাবে, অন্যের মুখাপেক্ষী হবে এবং সব সময় কাফির শক্তির আক্রমণের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে।

তীরান্দাজি ও ফায়ারিং

☞ **প্রশ্ন ঃ** ইসলামী রাষ্ট্রের সেনা বাহিনী কিংবা মুজাহিদীনে কিরাম তীরান্দাজি ও ফায়ারিং করেন। এটা কি খেলাধুলার মধ্যে শামিল ?

✍ **উত্তর ঃ** হুযূরে আকরাম (সা.) ইরশাদ করেন—

(৪০)

عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ فَاِنَّهٗ خَيْرُ لَعْبِكُمْ - طبرانى فى الاوسط ١/٥٥٧ -

অর্থ ঃ তোমরা তীরান্দাজি শিক্ষা করো। নিশ্চয়ই এটি তোমাদের উত্তম খেলা। — তাবরানী ঃ ১/৫৫৭।

ফায়িদা ঃ বাহ্যত এটি সাধারণ খেলার মতো মনে হয়। কিন্তু এটি একটি মহান ইবাদত হতে পারে, যদি উদ্দেশ্য মহান হয়। জিহাদের

উদ্দেশ্য এটি শিক্ষা করা অসংখ্য সাওয়াবের কাজ। এমনিভাবে সকল ব্যায়াম ও সামরিক ট্রেনিং মুসলমানদের জন্য সাওয়াবের কাজ।

মুজাহিদের দু'আ অধিক কবুল হয়

☞ **প্রশ্ন ঃ** সাধারণ মুসলমানের তুলনায় কি মুজাহিদের দু'আ বেশী কবুল হয়?

✍ **উত্তর ঃ** নিঃসন্দেহে মুজাহিদ আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ। আর জিহাদের ময়দানে তাঁদের দু'আ বিশেষভাবে কবুল করা হয়। এ ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস রয়েছে। হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন—

(৪১)

اَلْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللّٰهِ دَعَاهُمْ فَاَجَابُوْهُ ـ وَسَاَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ ـ ابن ماجه - ص ٢٠ ، نسائي ٢/٥٥ - بلفظ اخر ـ

অর্থ ঃ আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ, হজ্জ ও উমরায় গমনকারী আল্লাহর মেহমান। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ডেকেছেন, তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তারা আল্লাহর কাছে যা কিছু চান, তিনি তা প্রদান করেন।

—ইবনে মাজাহ শরীফ, পৃ-২০৮; নাসায়ী শরীফ ২/৫৫।

ফায়িদা ঃ জিহাদ বিষয়ক সংক্ষিপ্তাকারে ৪১টি হাদীস উল্লেখ করা হলো। খোশ-নসীব সেসব মুসলমান নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী যারা এসব মুখস্থ করবে এবং তা অন্যদের কাছে পৌঁছাবে।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

চতুর্থ খণ্ড

জিহাদ ও কুরআন মাজীদ

দশটি প্রশ্নের উত্তর

ও জিহাদী আয়াত সমূহের ফিরিস্তি

☞ **১ নং প্রশ্ন ঃ** জিহাদ ফী সাবীল্লিাহর বয়ান কুরআনে কারীমে সাধারণত কোথায় পাওয়া যায় ?

✍ **উত্তর ঃ** কুরআনে মাজীদে মাদানী সূরা সমূহে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়।

☞ **২ নং প্রশ্ন ঃ** বিশেষতঃ মাদানী সূরা সমূহে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর আলোচনা কেন ?

✍ **উত্তর ঃ** কুরআন শরীফের মাদানী সূরা সমূহ হিজরতের পর নাযিল হয়। যেহেতু জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এর ফরযিয়াতের নির্দেশ হুযূরে আকরাম (সা.)-এর মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার পরই হয়েছে, তাই জিহাদের ফরযিয়াতের বর্ণনা মাদানী সূরা সমূহে পাওয়া যায়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আমল ফরয না হয়, ততক্ষণ তার ফাযায়িলও বর্ণনা করা হয় না। সে হিসাবে যেহেতু মক্কায় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ফরয হয়নি, তাই মক্কী সূরা সমূহে তার ফজীলতও বর্ণনা করা হয়নি। এমনিভাবে পূর্ববর্তী উম্মাতের জিহাদের ঘটনাসমূহও মাদানী সূরা সমূহে আলোচিত হয়েছে। তবে কিছু মক্কী সূরাতেও 'জিহাদ' শব্দটির ব্যবহৃত হয়েছে। এর আলোচনা আমরা সামনে করবো ইনশাআল্লাহ্।

☞ **৩ নং প্রশ্ন ঃ** মাদানী সূরা সমূহে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সংক্রান্ত মোট কয়টি আয়াত রয়েছে ?

✍ **উত্তর ঃ** একটি হিসাব মতে মাদানী সূরা সমূহে সর্বমোট ৪১৬টি আয়াত রয়েছে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উপর।

☞ **৪ নং প্রশ্ন ঃ** উল্লেখিত সূরা সমূহে জিহাদের আলোচনা কোন্ কোন্ শব্দে করা হয়েছে ?

✍ **উত্তর ঃ** উল্লেখিত সূরা সমূহে এই ফরীযার আলোচনা কিতাল, জিহাদ, নফীর ও ফী সাবীলিল্লাহ এর শব্দে করা হয়েছে। তবে কোন কোন স্থানে 'খুরুজ' শব্দের মাধ্যমেও এর আলোচনা করা হয়েছে।

☞ **৫ নং প্রশ্ন ঃ** ৪১৬ আয়াতে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কোন্ কোন্ দিক আলোচিত হয়েছে ?

✍ **উত্তর ঃ** উল্লেখিত আয়াত সমূহে জিহাদের নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আলোচিত হয়েছে। যথা ঃ

১. ইজাযত ও ফরযিয়াতে জিহাদ।

২. আহকামে জিহাদ। যথা ঃ মালে গনীমত, মালে ফাই, কসর নামায, সালাতুল খাউফ, সন্ধি ও শান্তি চুক্তি সমূহ, বন্দীদের সম্পর্কে আলোচনা, শত্রুদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সদাচরণ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. জিহাদের ঘটনাবলী তথা পূর্ববর্তী উম্মাতগণের জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী আলোচনা করা হয়েছে। সাথে বদর যুদ্ধ, উহুদ যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ বনু কুরাইযার যুদ্ধ, বনু নযীরের যুদ্ধ, হুদাইবিয়ার সন্ধি, হুনাইনের যুদ্ধ, মক্কা বিজয়ের ঘটনাবলী বেশ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৪. জিহাদ ও মুজাহিদীনে কিরামের ফাযায়িল।

৫. শুহাদায়ে কিরামের ফাযায়িল।

৬. জান-মাল দিয়ে জিহাদ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান।

৭. জিহাদ তরক করার উপর হুকমী-ধমকী।

৮. মুনাফিক শ্রেণীর জিহাদ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন। এ ব্যাপারে বিস্তর আলোচনা এসেছে।

৯. জিহাদের প্রস্তুতির আলোচনা।

১০. জিহাদে মাল-সম্পদ ব্যয় করার উপর ভিন্নভাবে ফজীলত বর্ণনা।

☞ **৬ নং প্রশ্ন ঃ** ৪১৬ আয়াতের সব কটিই কি জিহাদ বিষয়ক ? উল্লেখিত আয়াত সমূহে কি ব্যক্তিগতভাবে জিহাদ করার আলোচনা রয়েছে ?

✍ **উত্তর ঃ** উল্লেখিত আয়াত সমূহের অধিকাংশই সরাসরি জিহাদ সংক্রান্ত। আর প্রত্যেক আয়াতেই একাকী জিহাদে শরীক হওয়ার কোন না কোন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে কয়েকটি আয়াত এমনও রয়েছে, যেগুলোকে ভিন্নভাবে দেখলে জিহাদের আয়াত মনে হবে না। কিন্তু এসব আয়াত জিহাদের আয়াত সমূহের সাথেই অবতীর্ণ হয়েছে। এমনকি এসব আয়াতকে জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত সমূহে শামিল না করলে আলোচ্য বিষয়ে অপূর্ণতা থেকে যায়।

তবে এ ধরনের আয়াত কম। আর এ ধরনের আয়াতকে জিহাদের আয়াত সমূহের সাথে গণ্য না করলে জিহাদী আয়াত সমূহের সংখ্যা খুব

কমবে না। অবশ্য জিহাদের বিষয়টি বুঝতে হলে এসব আয়াতকে জিহাদী আয়াত গণ্য করতেই হবে।

বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বুঝাতে একথা বলা যেতে পারে যে, নিম্নোক্ত তিনটি কারণে এসব আয়াতকে জিহাদের আয়াত সমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। যথা ঃ

(১) এসব আয়াত জিহাদের আয়াত সমূহের সাথে অবতীর্ণ হয়েছে। আর মুফাস্‌সিরীনে কিরাম এসব আয়াতের যেভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে জিহাদের সাথে এসব আয়াতের সম্পৃক্ততা খুব সহজেই বুঝা যায়। যেমন সূরা সফ্‌ফের যেসব আয়াত সাহাবায়ে কিরামের প্রিয় আমলের বর্ণনায় নাযিল হয়েছে, সেগুলোর শুরু এই আয়াত থেকে হয়েছে।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

অতঃপর তার পরবর্তী আয়াতে জিহাদ প্রিয় আমল হওয়ার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এজন্য প্রথম আয়াতটিকেও জিহাদের আয়াতই ধরা হয়েছে। অবশ্য এই ৪১৬ (চারশো ষোল) আয়াতে এ ধরনের আয়াতের সংখ্যা সীমিত।

(২) আমরা উম্মাতে মুসলিমাকে পূর্ণ কুরআন মজীদকে অত্যন্ত মনোযোগ ও গবেষণার দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করার অনুরোধ জানাই। কেউ যদি একান্ত মনোযোগের সাথে কুরআনে কারীম অধ্যয়ন করেন, তাহলে তার সামনে জিহাদের আয়াত সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাঁদের ভিন্ন কোন দলীল প্রমাণ কিংবা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বুঝাতে হবে না। হ্যাঁ কেউ যদি কোন আয়াতের অগ্র-পশ্চাত না দেখে শুধু ভিন্ন ভিন্ন আয়াতের অর্থ বুঝতে চান, তাহলে তাতে সন্দেহ হতেই পারে।

(৩) জিহাদ কোন রুসম নয়, যা অল্প সময়ের মধ্যে আদায় করা যায়। তা এমন কোন ইবাদতও নয়, যা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা যায়। বরং জিহাদ একটি অত্যন্ত মুশকিল, একেবারে প্রশস্ত ও পূর্ণাঙ্গ একটি ব্যবস্থাপনা, যাতে একদিকে যেমন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে মুজাহিদীনে কিরাম প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পর্যাপ্ত অর্থেরও। এতে একদিকে

রক্তক্ষয়ী লড়াই, ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, অস্ত্র-সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করার দিকে খেয়াল রাখতে হয়, অপরদিকে বাইরে বা ভিতরে কোন চক্রান্ত হচ্ছে কিনা, সেদিকেও নজর রাখতে হয়। একদিকে মুজাহিদীনে কিরামকে পরস্পরের ঐক্য ঠিক রাখতে হয়, বজায় রাখতে হয় শৃঙ্খলা, অপরদিকে দৃষ্টি রাখতে হয়, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আমাল ও ইখলাসের দিকে, অন্যথায় খোদার বিশেষ মদদ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

মুজাহিদ সব সময় জীবন-মরণের দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান থাকে। বিজয়ী হলে তো অসংখ্য মালে গনীমতের ভাণ্ডার ভরপুর, আর যুদ্ধে হেরে গেলে বা কোন চক্রান্তের শিকার হলে জান-মালের সমূহ ক্ষতি হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে। এভাবে মুজাহিদকে অতিক্রম করতে হয় বিভিন্ন মনজিল। এজন্য মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রাণ উৎসর্গকারী মুজাহিদীনে কিরামের ফজীলতের কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন।

জিহাদের এসব বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই কুরআন মাজীদ জিহাদের প্রত্যেকটি বস্তুর খোলামেলা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছে। সে হিসাবে বলতে হয়, জিহাদের আলোচনার অগ্র-পশ্চাতের আয়াত সমূহেও যেহেতু জিহাদ সংক্রান্ত কিছু আলোচনা রয়েছে, তাই এগুলোকেও জিহাদী আয়াতের মধ্যে শামিল করে নেয়াই শ্রেয়।

মক্কী সূরা সমূহে জিহাদের আলোচনা

☞ **৭ নং প্রশ্ন ঃ** কুরআনে কারীমের সূরা সমূহ তো দুই ধরনের। যথা ঃ মক্কী ও মাদানী। মক্কী সূরা সমূহে কি জিহাদ সংক্রান্ত কোন আলোচনা নেই?

✍ **উত্তর ঃ** মক্কী সূরা সমূহের মধ্যে সাধারণত সেই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এর আলোচনা নেই, যা একটি পূর্ণাঙ্গ ইবাদত (অর্থাৎ জিহাদ), এমনিভাবে সেই জিহাদের বিধানাবলী ও ফাজায়িলের আলোচনাও নেই। তবে জিহাদ আভিধানিক অর্থে মক্কী সূরা সমূহে ব্যবহৃত হয়েছে। আর জিহাদের আভিধানিক অর্থ হলো-মেহনত করা ও কষ্ট স্বীকার করা। এমনিভাবে বাধ্য করা ও শক্তি প্রয়োগ করার অর্থেও আভিধানিকভাবে জিহাদের ব্যবহার হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে—

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا - وَإِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا - إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ - سورة العنكبوت ٨ -

অর্থ ঃ আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তাদের আনুগত্য করো না। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেবো যা কিছু তোমরা করতে।-সূরা আনকাবুত ঃ ৮।

আরো ইরশাদ হচ্ছে—

وَإِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا - سورة لقمان ١٥

অর্থ ঃ পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন একটি বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। — সূরা লুকমান ঃ ১৫।

এ আয়াতদ্বয়ে 'জা-হাদা-কা' এর অর্থ জিহাদ নয়; বরং অর্থ হলো— 'জোর প্রচেষ্টা চালায়; পীড়াপীড়ি করে।' এমনিভাবে হুযূরে আকরাম (সা.) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.) মুশরিকীনকে দ্বীনী দাওয়াত প্রদান ও কুরআনে কারীমের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত করতে যে কষ্ট স্বীকার করেছেন, সেটাকেও জিহাদ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, দ্বীনের স্বার্থে যে কোন কষ্ট স্বীকার করা মানুষের জন্য আল্লাহর রহমতের মাধ্যম। আর সেই কষ্ট স্বীকারের দরুন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের অসংখ্য নিয়ামত ও ফজীলত দান করেন।

জিহাদ শব্দের আভিধানিক ব্যবহারের বিষয়টি এমন, যেমন সালাত একটি বিশেষ ইবাদত ও ফরীযা এর নাম, যা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যাকে আমরা 'নামায' বলি। আর আভিধানিকভাবে সালাত এর

ব্যবহার দু'আ, রহমাত এবং হুযূরে পাক (সা.)-এর উপর দরূদ শরীফ প্রেরণের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দরূদ শরীফ এর স্বস্থানে অসংখ্য ফজীলত রয়েছে এবং নামাযেরও রয়েছে নিজস্ব ফজীলত। সালাত শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় তাই বলে নামাযের ফাজায়িল দরূদ শরীফের স্থানে কিংবা দরূদ শরীফের ফাজায়িল নামাযের স্থানে বর্ণনা করা সহীহ্ হবে। বিষয়টি ভালোভাবে হৃদয়াঙ্গম করে রাখা চাই।

☞ **৮ নং প্রশ্ন ঃ** দ্বীনের খাতিরে কষ্ট সহ্য করা, নির্যাতিত হওয়া কিংবা কুরআনে কারীমের মাধ্যমে কাফিরদের যুক্তি খণ্ডন করার অর্থে জিহাদ শব্দটির ব্যবহার মক্কী সূরা সমূহের মধ্যে কয়বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং কোথায় কোথায় ?

✍ **উত্তর ঃ** জিহাদ শব্দের এ ধরনের ব্যবহার কুরআন শরীফে চার স্থানে রয়েছে। যথা ঃ

(١) ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جَاهَدُوْا وَ صَبَرُوْٓا اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ سورة النحل ١١٠

১. অর্থ ঃ যারা দুঃখ কষ্ট ভোগের পর দেশত্যাগী হয়েছে অতঃপর জিহাদ করেছে, নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা এসব বিষয়ের পরে অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — সূরা নাহল ঃ ১১০।

ফায়িদা ঃ কোন কোন উলামায়ে কিরামের মতে এই আয়াতটি মাদানী; কেননা এতে হিজরতের কথাও রয়েছে। আর হিজরত তো মদীনায় হয়েছিলো।

(٢) فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ـ سورة الفرقان ٥٢ ـ

২. অর্থ ঃ অতএব আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর (কুরআনের) সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন। — সূরা ফুরকান ঃ ৫২।

(٣) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ - سورة العنكبوت ٦ -

৩. অর্থ ঃ যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যেই কষ্ট স্বীকার করে। আল্লাহ্ বিশ্ববাসী থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। -সূরা আনকাবুত ঃ ৬।

(٤) وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ - سورة العنكبوت ٦٩ -

৪. অর্থ ঃ যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পারিচালিত করবো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছেন। —সূরা আনকাবুত ঃ ৬৯।

জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত পড়ে কি করা চাই?

☞ **৯ নং প্রশ্ন ঃ** জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উপর অসংখ্য আয়াত পড়ে একজন মুসলমানকে কি করা চাই ?

✍ **উত্তর ঃ** জিহাদী আয়াত সমূহ পড়ে একজন সাচ্চা মুসলমানকে তিনটি কাজ করা চাই।

১. যদি খোদা নাখাস্তা অন্তরে জিহাদের ব্যাপারে কোন সন্দেহ ও সংশয় থাকে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাওবা করে নেয়া চাই। কেননা এসব আয়াত আমাদেরকে একথাই বলছে যে, জিহাদ একটি অকাট্য ফরয। আর ফরযকে অস্বীকার করা কুফরী।

এমনিভাবে যদি কেউ অন্য কোন কাজকে এখনো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ মনে করতে থাকে এবং প্রকৃত জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ তথা কিতাল ইত্যাদিকে দ্বীনের অংশ মনে না করে, তাহলে এ সকল আয়াত পড়ে স্বীয় সাবেক গোমরাহী খেয়াল থেকে ইস্তিগফার করা চাই। সাথে সাথে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং কিতাল ফী সাবীলিল্লাহকে দ্বীনের একটি ফরীযা মনে করা চাই। এ ব্যাপারে অনর্থক ও অবাঞ্ছিত কোন সন্দেহ মনে থাকলে তা অবশ্যই হৃদয় থেকে মুছে ফেলা চাই। অবশ্য ইনশাআল্লাহ্

এসব আয়াত গভীরভাবে অধ্যয়নের পর জিহাদ সংক্রান্ত মনের সকল ধরনের সংশয় ও সন্দেহ এমনিতেই দূরীভূত হয়ে যাবে, যেগুলো কাফিররা মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য এবং তাদের গোলাম বানিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ছড়িয়েছিলো।

২. এসব আয়াত পড়ার পর একজন সাচ্চা মুসলমানের জন্য জরুরী হলো— হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মতো জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া। একজন বাচ্চা যেমন হামাগুড়ি দিয়ে মায়ের কোলের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি একজন মর্দে মুমিনকে জিহাদের ময়দানের দিকে ধাবিত হওয়া চাই।

এটা সেই ময়দান যেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়, যেখানে তার জান-মালের ক্রেতা খোদ আল্লাহ্ তা'আলা। বিক্রেতা এর বিনিময়ে পাবে জান্নাত। আর জান্নাত কোন মামুলী জিনিস নয়। বরং যে জান্নাত থেকে মাহরূম রইলো, সে অকৃতকার্য ও ধ্বংস হলো।

কুরআনে কারীমের এসব আয়াত চিৎকার দিয়ে মুসলমানদেরকে বলছে, নিজেদের সন্তান ও ধন-সম্পদের মহাব্বতের দরুন হে জিহাদ বিমুখরা! ওহে দুনিয়ার আরাম প্রিয়তার দরুন জিহাদ থেকে মাহরূম লোকেরা! হে মৃত্যু থেকে পলায়নকারী জিহাদী বিমুখরা ? তোমরা অত্যন্ত ভুলের মধ্যে রয়েছো। যেসব জিনিসের জন্য তোমরা জিহাদ থেকে বিরত রয়েছো, অতি সত্ত্বর এসব বস্তু তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। আর যেসব বস্তু বাস্তবিকই তোমাদের প্রয়োজন, সেগুলো জিহাদের মাধ্যমে তোমাদের হাসিল হতে পারতো। ওঠো! আর দেরি করো না! আল্লাহর সন্তুষ্টির চাইতে বড় দৌলত নেই; শাহাদাতের চাইতে বড় স্বাদ আর নেই, জিহাদের চাইতে বড় কোন ইজ্জত নেই, আর জান্নাতের চাইতে বড় কোন নেয়ামত নেই। জিহাদের মধ্যে তোমাদের সমূহ ফায়দা রয়েছে। আর জিহাদ ছেড়ে দিলে বেইজ্জতি ও ক্ষতি ছাড়া আর কিছু নেই।

আজ মুসলমানরা জিহাদ ছেড়ে দেয়ার দরুন কাফিররা পৃথিবীতে রাজত্ব করার ঘোষণা দিচ্ছে। যারাই আল্লাহর জমিনে দ্বীন কায়িমের কথা বলছে, তাকেই ওরা মনে করছে সন্ত্রাসী, অপরাধী! আজকে যখন লাখো বর্গমাইল কাফিরদের নিয়ন্ত্রনাধীন, যখন হাজারো মুসলমান কাফিরদের জেলখানায় ধুকে ধুকে মরছে, আজকে যখন বিনা অপরাধে মুসলমানদের

রক্ত নিয়ে হোলি খেলা চলছে, আমাদের মান-ইজ্জত নিলামে বিক্রি হচ্ছে, তখন এসব আয়াত আমাদের জিন্দেগীর উপর বিরাট একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁটে দিয়েছে।

আফসোস! মুসলমানরা যদি এসব আয়াত বুঝতো এবং কাফিরদেরকে ভয় না করে আল্লাহর মহাপরাক্রম ও শক্তির উপর ভরসা করে জিহাদের মহান ফরীযাকে জিন্দা করতো, তাহলে তারা বুঝতে পারতো যে, পৃথিবীর পরাশক্তি নামে খ্যাতরা মূলতঃ মাকড়সার জালের চেয়েও দুর্বল সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী।

(৩) যে সব মুসলমানের জিহাদের মতো মুবারক কাজে শরীক হওয়ার তাওফীক হয়নি, তাদের উচিত এসব আয়াত পড়ে নিজের মাহরূমী, বদ-নসীবী ও কম হিম্মতীর দরুন প্রচণ্ড রুখ কান্নাকাটি করা, যাতে আল্লাহর রহমত তাদের প্রতি রুজু হয় এবং তাদের ও জিহাদের কোন না কোন শাখায় শরীক হওয়ার তাওফীক হয়। এ ধরনের লোকদের জন্য জরুরী হলো, মুজাহিদীনে কিরামকে খুব ইজ্জত ও সম্মান করা। তাদের পায়ের ধুলিকে নিজের চোখের সুরমা তুল্য মনে করা। সাথে সাথে আল্লাহর কাছে জিহাদে শরীক হওয়ার তাওফীকের জন্য দু'আ করা।

যদি কোন মুসলমান জিহাদ না করে, জিহাদের প্রস্তুতিও গ্রহণ না করে, কিংবা তার অন্তরে এ ব্যাপারে সামান্যতম আগ্রহ না থাকে, আর এজন্য তার বিন্দুমাত্র অনুশোচনাও না থাকে, তাহলে এ ধরনের লোককে মাফ করে দেয়া ও তাদের জন্য দু'আ করা ছাড়া আর কি করার আছে, কেউ কি বলতে পারবেন ?

মুজাহিদের এসব আয়াত পড়ে কি করা চাই?

☞ **১০ নং প্রশ্ন ঃ** আল্লাহর ফজল ও করমে যে মুসলমান জিহাদে মশগুল রয়েছে, তার এসব আয়াত পড়ে কি করা চাই ?

✍ **উত্তর ঃ** যে মুসলমান জিহাদের মতো মহান ইবাদতে মশগুল রয়েছে, তার জন্য বিশেষ কাজ হলো, এসব আয়াত সে বারবার পড়বে এবং নিম্নোক্ত তিন কাজ করবে।

১. সে এজন্য আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করবে যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্রেফ নিজ ফজল ও করমে তাকে এই মহান ইবাদাতের তাওফীক দিয়েছেন। সাথে সাথে এই দু'আ করবে যে, রব্বে জুল-জালাল যেন তাকে এই কাজের উপর স্থিতিশীলতা দান করেন।

এ ব্যাপারে কখনো গর্ব করবে না। কেননা এসব আয়াতে একথা স্পষ্ট রয়েছে যে, তার জিহাদে বের হওয়া এবং শত্রু সৈন্যের মুকাবিলা করা কোনটাই তার কৃতিত্ব নয়; বরং তা একেবারেই মহান আল্লাহর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ। কেননা সে পৃথিবীর কাফিরদের তো দূরের কথা নিজের নফস ও শয়তানের সাথে মুকাবিলা করতে আদৌ সক্ষম নয়।

এজন্য একজন মুজাহিদের দৃষ্টি সব সময় আল্লাহর উপর হওয়া চাই। কেননা সে কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহেই বিশ্বের কাফির গোষ্ঠীর মুকাবিলা করতে পারবে এবং জিহাদের মতো রক্ত পিচ্ছিল পথে দৃঢ়পদ থাকতে সক্ষম হবে। আর একজন মুজাহিদের নজর যখন আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ থাকবে, তখন সে যে কোন মুসলমানকে তুচ্ছ মনে করতে পারবে না।

২. প্রত্যেক মুজাহিদের উচিত, কুরআনে কারীমের জিহাদী আয়াত সমূহ পড়ে নিজকে এবং নিজের জিহাদকে কুরআনে কারীমের বিধানাবলীর সাথে মিলিয়ে নেয়া। কেননা জিহাদ আল্লাহর বিধান, আর তা আল্লাহর বিধানের আলোকেই হতে হবে; কোন মনগড়া পন্থায় জিহাদ হলে তা কখনো আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।

৩. কুরআনে কারীমের এসব আয়াত পাঠ করার পর যদি কোন মুজাহিদ একথা বুঝতে পারে যে, কুরআনের কিছু বিধানাবলীর উপর ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় কিংবা নিজের অজান্তে আমল করা সম্ভব হয়নি, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাওবাহ করে নিবে। সাথে সাথে পরবর্তীতে পূর্ণভাবে আমল করার অঙ্গীকার করবে। কখনো এমন যেন না হয় যে, পূর্বের ভুলত্রুটির দরুন হতবিহ্বল হয়ে জিহাদ থেকে সরে পড়ে। বরং পুনরুদ্দমে ও পুনঃহিম্মত নিয়ে জিহাদী কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এর আয়াত সমূহের সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি ঃ

সূরা বাকারা

১৫৪ ১৭৭ ১৯০ ১৯১ ১৯২ ১৯৩ ১৯৪

১৯৫ ২১৬ ২১৭ ২১৮ ২৪৩ ২৪৪ ২৪৫

২৪৬ ২৪৭ ২৪৮ ২৪৯ ২৫০ ২৫১ ২৫২

২৬১ ২৬২ ২৭৩ ২৮৬ সর্বমোট ২৫ আয়াত।

সূরা আলে ইমরান

১২ ১৩ ১১০ ১১১ ১১২ ১১৮ ১১৯ ১২০

১২১ ১২২ ১২৩ ১২৪ ১২৫ ১২৬ ১২৭ ১২৮

১২৯ ১৩৯ ১৪০ ১৪১ ১৪২ ১৪৩ ১৪৪ ১৪৫

১৪৬ ১৪৭ ১৪৮ ১৪৯ ১৫০ ১৫১ ১৫২ ১৫৩

১৫৪ ১৫৫ ১৫৬ ১৫৭ ১৫৮ ১৫৯ ১৬০ ১৬১

১৬২ ১৬৩ ১৬৫ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৮ ১৬৯ ১৭০

সর্বমোট ৫৫ আয়াত।

সূরা নিসা

সর্বমোট ২৪ আয়াত।

সূরা মায়িদা

সর্বমোট ১৫ আয়াত।

সূরা আনফাল

১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭
১৮ ১৯ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯
৩০ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২
৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০
৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭
৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫
৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩
৭৪ ৭৫ সর্বমোট ৬৬ আয়াত।

সূরা তাওবা

সর্বমোট ৮৬ আয়াত।

সূরা হজ্জ

৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৭৮

সর্বমোট ৮ আয়াত।

সূরা নূর

৫৩ ৬২ সর্বমোট ২ আয়াত।

সূরা আহযাব

২৫ ২৬ ২৭ ৬০ ৬১ ৬২
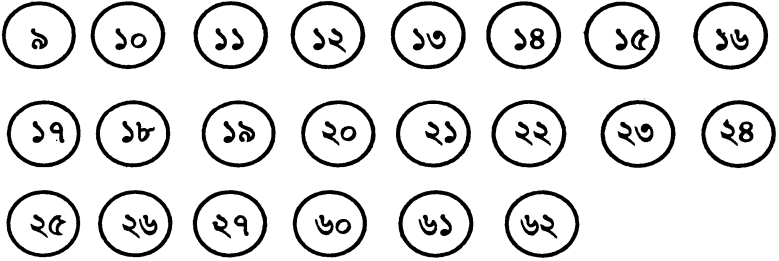
সর্বমোট ২২ আয়াত।

সূরা মুহম্মাদ
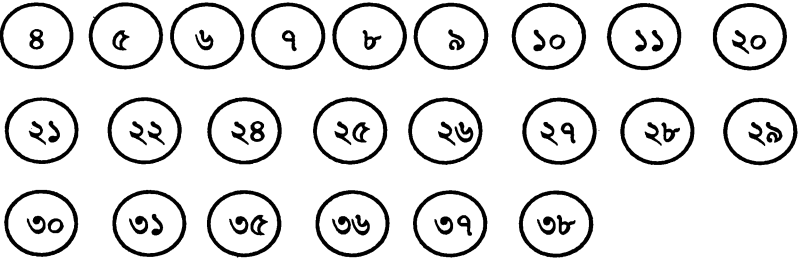
সর্বমোট ২৩ আয়াত।

সূরা ফাত্‌হ

সর্বমোট ২৯ আয়াত।

সূরা হুজুরাত

(৬) (৯) (১০) (১৫) সর্বমোট ৪ আয়াত।

সূরা হাদীদ

(১০) (১১) (১৯) (২৫) সর্বমোট ৪ আয়াত।

সূরা মুজাদালা

(২০) (২১) (২২) সর্বমোট ৩ আয়াত।

সূরা হাশর

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)
(১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) (১৫) (১৬) (১৭)

সর্বমোট ১৭ আয়াত।

সূরা মুমতাহিনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)
(১০) (১১) (১২) সর্বমোট ১২ আয়াত।

সূরা সাফ্

(১২) (১৩) (১৪) সর্বমোট ১১ আয়াত।

সূরা তাহ্রীম

(৯) শুধুমাত্র ১ আয়াত।

সূরা আদিয়াত

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) সর্বমোট ৬ আয়াত।

সূরা নাস্র

(১) (২) (৩) সর্বমোট ৩ আয়াত।

সর্বসাকুল্যে জিহাদী আয়াত ৪১৬ টি।

ইনতিহা

১৪২৫ হিজরী

১৯, আগস্ট-২০০৪ ঈসায়ী

ঢাকা-১২০৭
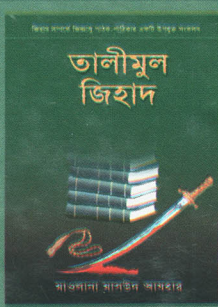
জিহাদ এমন একটি ফরয ইবাদত যার ব্যাপারে উম্মাহর সকল আইনবিদের রায় হলো জিহাদ নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের মতোই ফরয। এর অস্বীকারকারী কাফির এবং এ ব্যাপারে বাক-বিতন্ডাকারী গোমরাহ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলামানরা কীভাবে জিহাদ শিখবেন? কোথায় শিখবেন?

দুঃখজনক হলো, এ ব্যাপারে জাতি নিতান্ত গাফলতির মধ্যে নিপতিত। আর জিহাদের বহু প্রকার তৈরী করা হয়েছে। এ জন্য জিহাদকে বুঝানো কঠিন হয়ে পড়েছে। এক শ্রেণী এটা জিহাদ, ওটা জিহাদ, সেটাও জিহাদ বলে নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র জিহাদ সমূহকে ভুলিয়ে দিয়ে উম্মাতে মুসলিমার অপূরণীয় ক্ষতি করে চলেছেন।

জিহাদকে অস্বীকার করা কুরআনকে অস্বীকার করারই নামান্তর। আর এই অস্বীকৃতি আমাদের ঈমানকে অসম্পূর্ণ এবং অগ্রহণযোগ্য করে তুলবে। সাথে সাথে এই মানসিকতা গোটা মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বকে করে তুলবে নিরাপত্তাহীন।

'তালীমুল জিহাদ' নামক বক্ষমান পুস্তকটি মুসলমানদের জিহাদের হাকীকত বুঝার দাওয়াত মাত্র। এর দ্বারা মুসলমানরা জিহাদের বাস্তবতা বুঝে নিজেদের ঈমানকে করবে সতেজ এবং প্রয়োজনে আল্লাহর রাহে নজরানা স্বরূপ পেশ করতে পারবে নিজের প্রিয় প্রাণ টুকু।

দারুল উলূম লাইব্রেরী
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।